শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ।।

শরণং

LM

কল্কী পূরাণস্তগত

শ্রীকৃষ্ণানন্দার্ষ্ণবোদ্ধৃত দ্বাদশধ্যায়েন সংগৃহীত

মুক্তালতাবলি নামকঃ গ্রন্থঃ ।।

শ্রীযুক্ত দূর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কবিকেশরী

কর্ত্তৃক পয়ারাদিচ্ছন্দে বিরচিত হইয়া
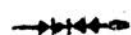
ইদানীং

শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা কমলালয় যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল

এইপস্তক যাহার দিগের প্রয়োজন হইবেক

উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্বকরিলেই পাইবে

।। ইতি সন ১২৫৮ শাল তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ ।। ।।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

শ্রীচরণ ভরসা ॥

অথ গণেশ বন্দনা ॥

ধুয়া ॥ জয় লম্বোদর গণপতি । আপনি যোগেশ হয়ে যোগে সদামতি ॥

পয়ার ॥ নমস্তে পার্ব্বতী পুত্র প্রকৃষ্ট প্রধান । পরম যোগেন্দ্র যোগবান গজানন ॥ গণেশ গার্ব্বণ যোগা সনে গণ পতি । বিঘ্ন বিনাশক হয় মম বিঘ্ন মতি ॥ তব তত্ত্ব মহত্ত্ব মাহাত্ম কেবা জানে । দুর্গম দুস্তরে দানে তার দৃষ্টি দানে ॥ অনাদ্য অনন্ত অন্ত বেদে নাহি সামা । নিরাকার নিরঞ্জন শিথিল মহিমা ॥ অপূর্ব্ব সুখর্ব্ব তনু সর্ব্ব মনোহর । লম্বোদর লম্বিত ললিত চতস্কর ॥ সিন্দুর বরণ কিবা ইন্দুর বাহন । নখর নিকর নিন্দ ইন্দুর বরণ ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে করে শোভ্য । গজ আস্য হাস্য দৃশ্য বিশ্ব মনোলোভা ॥ তরু অরুণ আভ অরুণ চরণে । জনম মরণ ক্লেশ হরণ স্মরণে ॥ তুমি সার মূলাধারর অসার সংসারে । ভক্তি যোগে মুক্তি যুক্তি উক্তি তন্ত্র সারে ॥ বহ্মবলি বেদান্তে বাখানে তব গুণ । সগুণ নি

গুণ তুমি বিহীন ত্রিগুন ।। উপাসনা কল্পে চতুঃপঞ্চ অ
বতার । প্রণব প্রভেদে মুক্তি পৃথক প্রকার ।। কর্ট.ক্রম সংযো
গে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় । তোমার চরিত্র চারু চতুর্বর্গ
ময় ।। আমিদৈন্য জ্ঞানশূন্য ক্ষণ্যতমমন । বিষয়২ বশে
ব্যস্ত অনুক্ষণ । নির্জ্জাস প্রয়াস ভাষা গ্রন্থ রচিবারে । ক
বিনহি বিরচিব ভাবি কিপ্রকারে । ভরসা ভাবিয়ে প্রভু
তোমার চরণ । পবর্ত্ত হইনু গ্রন্থ করিতে রচন । দয়াদা
ন দিয়ে তূর্ণ পূর্ণ কর আশা । প্রচুর প্রযনত্নে পদে লই
লামবাসা ।। সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিকর শিশুরে মনন । দ্বিজ
দুর্গাপ্রসাদের এইনিবেদন ।।

অথ সরস্বতী বন্দনা ।।

ধূয়া ।। ঃঃ ।। সারদা বরদা সদা শুভ প্রদায়িনী বিশ্বকর্ত্তি
ক বেদমাতা বাক্য বিধায়িনী ।।

ত্রিপদী । নমস্তে সারদায়িনী; সুরেন্দ্র বন্দিনী বাণী বি
ষ্ণু রাণী বৈকুণ্ঠ বাসিনী । বিশ্বহিত বিচিন্তিয়ে; বিধিমু
খেবিশেষিয়ে; চতুর্ব্বিধবেদ প্রকাশিনী ।নাদশব্দস্বরূপিণী
নানা শাস্ত্র প্রসবিনী; নিত্যানন্দ ময়িনিরঞ্জনি ।। আগম
নিগম তন্ত্র; মুনিমুখে মহা মন্ত্র; মুক্তি দাত্রী শক্তি সনা
তনী ।। সাকার সুন্দরী সতী; শুভরুচি সরস্বতী; শ্বেত স
রোরুহ সুস্থায়িতী । শ্বেতম্বুজকরেধর; শ্বেতসুবসন পর;
সিদ্ধবিদ্যাপ্রসিদ্ধ কারিণী । তোমার মাহাত্ম্যযত; আমি
সে কহিব কত বিধিভব কহিতে না পারে । আপনিবলা

স্তুয়ায় সেই তবগুণগায়;অন্যর কি সাধ্যবর্ণিবারে ॥ বাক্যরূপে সর্ব্বঘটে; তব অবস্থিতিবটে; কিন্তু তব দয়ানাহি যার। বড়বুদ্ধি সেইজন;অতিমূঢ়তবমন;জ্ঞান বাক্যমুখে নস্ফুরায় ॥ তোমারে ভূঞ্জিয়া মাতঃ;বিধাতাবিশ্বের ধাতা;জ্ঞানদাতা আপনিমহেশ। তোমারচরণসেবি ব্যাসাদি বাল্মিক কবি;আর কতকহিব বিশেষ। আমি মূঢ় অকিঞ্চন নাজানি তব স্তবন; কিন্তু মনে একান্ত বাসনা। দেখিশাস্ত্রপুরাণ কৃষ্ণলীলাগুণগান গ্রন্থ এক করিব রচনা ॥ অধিনে অপাঙ্গে হের; নিজ গুণে দয়া কর; কণ্ঠে আসি উরগো জননী। আপনিবলাবে যাহা; আমিগো বলিব তাহা ভালমন্দ জানহে আপনি ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ তুয়াপদসরসীজ হৃদপদ্ম করিলা ধারণ। সারদা বরদা হও; করুণানয়নে চাও সিদ্ধিকর শিশুর কামনা ॥ ঃঃ ॥

অথ গ্রন্থ সূচনা।

পয়ার ॥ একদিনশৌরমুখ আদিমুনিগণ। ব্যাসের নিকটে গিয়া উপনীত হন ॥ দ্বৈপায়ন বলেব্যাসদেবতপোধন। শিষ্যসঙ্গে করিছেন শাস্ত্রআলাপন ॥ মুনিগণে দেখি মুনিহৃদয়েহরষিত। উঠিসম্বর্দ্ধনা কৈল যেমনবিহীত ॥ পাদ্যঅর্ঘ্যদিয়া পূজা করিয়া যতনে। বসিতেদিলেন আনিবিচিত্রআসনে ॥ নানাবিধফলমুল করি আরহণ। মুনিগণে মহামুনি করান ভোজন ॥ ভোজনান্তে মুখ সুদ্ধি করিসর্ব্বজনবাসিলেন সেইস্থানে আনন্দিতমনে ॥ তঁ

বে গৌরমূর্থমূনি করিকরপুট । জিজ্ঞাসা করেন কিছু ব্যা
সের নিকট ॥ চতুর্ব্বেদ বেত্ত্বহও তুমিমহাশয় । বিভাগ
হইলবেদ তোমার কৃপায় ॥ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানতুমিমুনিতপো
ধনে । তবঅগোচর কিছু নাহিত্রিভুবনে ॥ অতএব করি
পুভ একনিবেদন । কৃপাকরি কহ মোরেমিমাংসাবচন ।
বীজহৈতেহইতেছে অঙ্কুর সৃজন । অঙ্কুর হইতে বীজ সৃ
ষ্টিহয়পনঃ ॥ ইহা মধ্যে প্রধানতা শক্তিআছে কার । বী
জ কি অঙ্কুর অদ্যকহসারোদ্ধার । শুনি ব্যাসদেবমুনি কি
ঞ্চিত ভাবিয়া । কহিতে লাগিলা তবে মূনি সম্ভাসিয়া ॥
বিচাঙ্কুরএকবস্তুজানিবেনিশ্চয় । কিন্তুসে বীজেরকিছু প্র
ধান্যতহয় ॥ যেমন ঈশ্বরেলুপ্ত প্রকৃতিথাকিয়া । সৃষ্টি
করেন ত্রিজগত গুণ প্রসবিয়া ॥ তথাপি সকলেবলে ঈ
শ্বর ইচ্ছায় । হইতেছে ত্রিজগত সৃষ্টি স্থিতিলয় ॥ সে
ইরূপ বীজমধ্যেঅঙ্কুরথাকয় । একবস্তুকিন্তুবীজে প্রধান্য
তারয় । অতএব আদ্যবলি বীজেরে শর্স্তায় । যথাশাস্ত্র
যুক্তিসিদ্ধকহিনু তোমায় । আর এক কথা বলিশুনমুনি
গণ । কৃষ্ণেরআশ্চর্য্যলীলাঅপূর্ব্বকথন । দ্বাপরেতেঅবতি
ণ শ্রীহরিযখন ।মঙ্গতারোপিয়া কৈলামুক্তলতাবন ॥ অ
ঙ্কুরের বীজকভুমুকতাতনয় । তবেবেনতাহেমুক্তালতাসৃ
ষ্টিহয় ॥ বীজাঙ্কুরযত সেকিছুকিছুনয় । ঈশ্বর ইচ্ছাতে
বীজ জানিবে নিশ্চয় । ঈশ্বরের ইচ্ছাহয় সর্ব্ববীজময় ।
সত্যসত্য এইকথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ এতশুনি মূনিগণ হ

য়ে হৃষ্টমন। করযোড় করি পুনঃ কহেন তখন ॥ যেকথা কহিলে প্রভু জানিলামসার। ঘুচিলসন্দেহ মনেবাক্যেতে তোমার ॥ কিন্তুযে কহিলেহরি রোপিয়া মুক্তা করিয়াছি যেন সৃষ্টি মুক্তারলতা। সেইকথা বিস্তারিয়া কহমহাশয়। শুনিতে পুরাণ কথা ইচ্ছাবড় হয় ॥ তবে ব্যাসদেব হয়ে হরষিত মন। মুক্তালতাবলি কথাকহেন তখন ॥ কল্কী পুরাণেতে আছেদ্বাদশ অধ্যায়। বিস্তীর্ণ করিয়া তাহা কহেন তথায় ॥ এতদ্ভিন্ন অন্য অন্য পুরাণীয় কথা। আশ্চর্য্যং যত কৃষ্ণলীলা গাথা ॥ সংস্কৃতে কহিলেনব্যাস মহাশয়। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ রচিলা ভাষায় ॥ ঃঃ ॥

মুক্তালতাবলি পুস্তকারম্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা ॥

ধুয়া ॥ ঃ ॥ জয় জয় শ্রীনন্দনন্দ, যশোদাজীবন ধন। গোকুল উজ্জল কারি গোপিকা মনোরঞ্জন ॥

পয়ার। মুনিগণপ্রতিব্যাস দেবমুনিকন। দ্বাপরেতেপ্রভুযবে শ্রীনন্দ নন্দন ॥ একদিনপ্রভাতে উঠিয়া নন্দরাণী। কোলেলয়ে নিলমণি হেরিছে নিছনি ॥ চাঁদ মুখেননী দেন আদর করিয়া। যতদেন ততখান নাচিয়া২ ॥ দেম ২ আরদেমা মুখে এইবোল। ভাবদেখি নন্দরাণী ভাবেউত্তরোল ॥ ক্ষীরশরনবনী লইয়েবহুতর। গোপালের মুখেদেন আনন্দ অন্তর ॥ স্বর্গে থাকি দেবগণ বলে ধ

ন্য২ । জন্ম২ন্মান্তরে কতযশোদার পুণ্য॥ বিধিভব আ
দি যারে ধ্যানে নাহিপায় । হেনপ্রভুযশোদার অঙ্গনে
খেলায়॥ এইরূপে. খেলিছেন জননী নন্দন। হেনকালে
তথায় আইল গোপীগণ॥ ললিতা বিশখা বৃন্দা চিত্রশু
লচন । চম্পক ললিলকা চন্দ্রাবলি চন্দ্রননা॥ রঙ্গদেবী
রঙ্গদেবী সুন্দরীসুরঙ্গিনী। প্রধানাশ্রীমতিসতি শ্রীকৃষ্ণ মো
হিনী ॥ আরযত গোপিগণ নামকবকত। সবে কৃষ্ণ প
রায়ণ কৃষ্ণ ভাবেরত ॥ ক্ষিরসর নবনী লইয়েজনেজন
। দেখিতে আইলসবে প্রভুনারায়ন॥ গোপাল ঘেরিল
আসিযত গোপিগণ। হইল আশ্চর্য্যশোভাকিকব কথন
সকলে নবনীদেয় শ্রীকৃষ্ণের করে । দুইহাত পাতি লন
আনন্দ অন্তরে॥ হাসি২ মুখমেলি দুইহাতে খান। আর
দেবলিয়া হরি বারে২ চান ॥ যশোদা বলেন ওরেশুন
বাপধোন । গোপিগণ আইল তোর দেখিতেন চন॥
সখিগণ মাঝে হরি নাচ একবার। যত নবনী খেতে পার
দিব অনিবার॥ মায়ের বচনেকৃষ্ণহয়েহরষিতানৃত্যআর
ম্ভিলতবেজননী বিদিত। চারিদিকে সখিগণেদেয় করতা
লি । কত ভঙ্গিমাতে নাচে প্রভুবনমালি॥ কটিতে কঙ্ক
ণা বাজে চরণনূপুর। গোপিগণ করতালিদেয় সুমধুর
॥ মধুরকঙ্কণ ধ্বনিনহপড়েতাল। আনন্দেহইয়া ভোরনা
চয় গোপাল ॥ আকাশে থাকিয়া দেখে যতদেবগণ
আরম্ভ করিলা তথা দুন্দভি বাজন॥ একেবারে বাদ্য ধ্

নি উঠিল গগণে । হেথা প্রভু নাচিছে নন্দের ভবনে ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে হরি পদতলে । এই বেশে নাচ মম হৃদয় কমলে ॥

ত্রিপদী ॥ এইরূপে নন্দালয়; নাচেন আনন্দময়; বৃন্দাবনার পুরাইতে ভাব । যশোদা রোহিণীতায়; আছেন পুলককায়; হেনকালেদেখ আরভাব ॥ হইল গোঠের বেলি; যতেক রাখালমেলি; বলরাম শিঙ্গা দিলসান । বাজিল বলারবেণু; বেররে জীবনকানু; শুনিরাণীর কাঁপিল পরাণ ॥ শ্রীদামসুদাম সুবলাদি; বসুদাম একত্র হইয়াসখীগণ; চুড়াবান্ধি ধড়াপরি; হাতেতে পাচনিকরি বাহির হইল সর্ব্বজন । বৎসগণলয়েসঙ্গে সকলে পরম রঙ্গে উপনীত নন্দের ভবন ॥ সাজিয়ে গোঠের সাজ; 'বররে রাখাল রাজ; বলি আনিদিলাদরশনা শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কাছে; সচ্ছন্দে আনন্দে আছে; দেখিতাহা রুষি সরাখালঈষদ ইঙ্গিতছলে; শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে দয়াকর প্রভু নন্দলাল ॥

পয়ার । শ্রীদামকহিছে ওরেহারেরে কানাই । গোঠে যাইবার বুঝি বেলা হয়নাই ॥ মায়ের নিকট আছ আদরে বসিয়া ॥ কতেক হইল বেলা নাদেখ চাহিয়া এই ব্রজ বালকের সবারি মা আছে । কেথাকে তোমারে মতসদা মা রকাছে ॥ চিরকাল আমাদের কিনেরাখনাই । নিত্য২ ডাকিতে আসিব তোরে ভাই ॥ কিশের লাগিয় করএতঠাসরাল । নিত্য২কেরাখিবে তোরে ধেনুপাল ॥ রা

স্ক পঞ্চবলিয়া গৌরবকর কত। কেহনা নফর আছে কেস হিবে এত ॥ এইরূপে রাখালেরা বহিছে রুষিয়া। উত্ত রকরেনহরি ঈষদহাসিয়া ॥ মধুরবচনেকন শুনসখাগন কিলাগিয়া হইয়াছ এত উচাটন ॥ তোমা সবাকারস ঙ্গে যাবগোচারণে। ইহায় অন্যথাকিছু নাভাবমনে। মায়েরদুলালআমি মায়েরজীবন। নাপারি যাইতে বিনামায়ের বচন। আমারে জানিবেভাই মাতাআজ্ঞাকারি। মায়ের আরতি বিনে যাইতে নাপারি ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর চাহিয়া আমায়। মায়ের কাছেতে আগে হইব বিদায় ॥ এইরূপে সখা সঙ্গে কথোপ কথন। শুনিয়াব্যস্থল হৈল যশোদার মন ॥

ত্রিপদী ॥ শুনিবালকের বাণী; ব্যস্থল হইয়া রাণী কোলে তুলি লইল তনয়। চাঁদ মুখে চুম্বদিয়া; মুখঘর্ম্মমুছাইয়া; ঝাড়িল অঙ্গের ধূলাচয়। আঁটিয়া ধরিয়া কোলে; কৃষ্ণেরে চাহিয়া বলে; আজিযাইতেনাহি দিববনে। পুন শ্রীদামেরেচেয়ে; বলেরাণী ব্যগ্রহয়ে মৃদুস্বর মধুর বচনে ॥ বাপসবশুন ওরে; আজিকার মতঘরে; রাখিয়াও মোরনীলমণি। এইযেনীলরতন; সবেঘরে এইধন; প্রাণধন নয়নের মণি ॥ অবলা অন্ধের নড়ী, দারিদ্রের ধনকড়ি; হাপুতির পুত্র নন্দ লাল ॥ কতজন্ম জন্মধরি; হর গৌরী পূজাকরি; পেয়েছিরে এহেন দুলাল ॥ পাঠায়েনয়নেরতারা; একেবারেহয়েসারা; কেমনেরহিব

এইঘরে । জননীর মাথাখাও; আজিকার মতযাও; নীল মণি ভিক্ষা দিয়া মোরে ॥ দেখিয়া মায়েরস্নেহ কৃষ্ণের বাড়িল মোহ; সখাগণে কহেন তখন । মায়েরে কান্দি ত ইঃ যাইতে নাহিক চাই; আজি তোমাসবে যাও বন ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদকয়; দেখিব হে দয়াময়; ভকত বৎসল ধর নাম । শিশুসবে তোমাবিনে নাহিজানে অন্যজনে ছাড়িতে নারিবে প্রভুশ্যাম ॥

পয়ার ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে নিষ্ঠুরবচন । বিষণ্ণহইল মনে যত সখিগণ ॥ আঁখি ছলং করে নাহি সরেবাণী যতেক রাখাল হৈল আকুল পরাণী ॥ আমা সবাকারে কৃষ্ণ বুঝি ত্যেয়াগিল । নাজানি অদৃষ্টে আজি কি দশা ঘটিল ॥ ক্রোধ করিয়াছে বুঝি ভৎসনা বচনে । আর গোষ্ঠে নাহিযাবে আমাদের সনে ॥ এতভাবি যতশিশু অস্থির হইয়ে । কহিতে লাগিল তবে রাণী সম্ভাসিয়ে শ্রীদাম কহিছে মাগো করি নিবেদন । সবাকার প্রিয় হয় তোমার নন্দন ॥ যেমন দেখগো তুমি কৃষ্ণ প্রাণধন তেমনি জানিবে কৃষ্ণ সবারি জীবন ॥ বিশেষত রাখা লের আর কেহ নাই ॥ কৃষ্ণের কারণে বনেসবে রক্ষা পাই । শুনগো জননী তোর গোপালের গুণে । বেণুরবে ধেনু ফিরে নাহি যায় বনে ॥ সিংহব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তু কতবনে । বৎস শিশু দেখি আইসে হিংসিবার

মনে ॥ শুনিয়া কানুর বেণু হংসা যায় দূরে। পুলকিত হয়ে তারা সবেযায় ফিরে ॥ অত শু তপন তাপে যদি তনুদয়। বেণুর নিনাদে মেঘ হয়গো উদয় ॥ তপনে ঢাকিয়া বিন্দু বরিষয়ে জল। সেজলে সবার অঙ্গ হয়গো শিতল ॥ আর কত গুণ মাগো কহিতে কি পারি। কানুর গুণেতে মোরা সঙ্কটেতে তরি ॥ হাঁরে কৃষ্ণ তুমি যদি নাহি যাবে বনে। ক্ষুধানলে অন্নদিয়ে কেবা চাবে প্রাণে ॥ পীপাসা হইলে জল দিবে কোনজন। দুঃখপেলে কে কহিবে মধুর বচন। রাখালের দ্বন্দ্বকেবা ঘুচাবে কানাই। শঙ্কটে পড়িলে বল কে রাখিবে ভাই ॥ কেবা চাবে বিষপানে করিয়া যতন। কে করিবে ঘোরবনে দাবাগ্নি ভক্ষণ ॥ বকের উদরে কেবা করিবে উদ্ধার। বিপদসাগর হতে কে করিবে পার ॥ ওরে কানু তোরেছাড়িকেযাইবে বন। রাখালের প্রাণধন তুমি সে জীবন তবে যে বলেছি দুট ভৎসনা বচন। ক্রোধকরিয়াছ বুঝি তুমি সেকারণ ॥ তুমি বিনে আমাদের কেবা আছে আন। সেই হেতু ভাই তোরে করি অভিমান ॥ আগেতে আদর দিয়া বাড়ায়েছমান ॥ এখন তাহাতে কেন কর অপমান ॥ রাখালিয়া স্বভাবে বলেছি দুটা কথা। তাহাতে হৃদয়ে বুঝি ভাবিয়াছ ব্যথা ॥ তুমি যদি আজি কৃষ্ণ নাহি যাবে বন। এখনি তোমার কাছে ত্যজিব জীবন ॥ এতবলি আখি জলে শ্রীদাম ভাসিল। হেটমাথা

করিতথা দাঁড়ায়ে রহিল ।। দেখি শ্রীদামের ভাব ভাবে নশ্রীহরি । দুই পক্ষে ঠেকিলাম উপায়কি কার ।। দারুণ মায়ের স্নেহ কেমনে কাটিব । কেমনে বা রাখালের বাঞ্ছা পুরাইব ।। দুইদিগ রক্ষাকরা হৈলঘোরদায় । এতভাবি কৃষ্ণচন্দ্র হেটমাথেরয় ।। কিঞ্চিৎত বিয়া হরি মায়া বিস্তারিল । বালকের ভাবে যশোদারে ভুলাইল ।। রাখালের রোদনে রাণীর হৈলদয়া । শ্রীদামেবহেন তবেআশ্বাসকরিয়া ।। নাকান্দ২বাপুস্থিরকরমন ।তোমাদের সঙ্গেকৃষ্ণ পাঠাইবধন ।। কিঞ্চিৎ বিলম্ব করসাজাইব । দ্বিজ কহে সেইরূপ নয়নে দেখিব ।।

অথ নন্দরাণী শ্রীকৃষ্ণ সাজান ।

পয়ার ।। গোপালেলইয়া রাণী যতনেসাজায় । মরি কি সুন্দর সাজে নবঘন কায় ।। ধন্যরাণী পুণ্যবতী কৃষ্ণ লয়ে কোলে । চাঁদমুখ মুছাইলনেতের অঞ্চলে ।। অলকা তিলকা দিলনাসিকা কপালে । চন্দনে বিন্দুতথা কিবাশোভেভালে ।। নয়নে অঞ্জনমনোসাধে পরাইল । ঈষদ হেলায়ে মাথে চূড়াবান্ধি দিল ।। চূড়াপরি সিথি পুচ্ছকরি দিয়ে । একচিত্ত হয়ে রাণীদেখে নিরক্ষিয়ে ।। কটিতে কিঙ্কিণীসহ ধড়াবান্ধি দিল । অপূর্ব্ব বসন আনি পৃষ্ঠেতে আটিল ।। চরণে পরায়ে দিল মধুর নূপুর । হাতেতেবলয়েতাড়বণ কেয়ূর ।গলেতে সুবর্ণ হারকর্ণেতেকুণ্ডল । মেঘেতে বিজলিযেন হৈলঝলমল ।। হইল যেরূপ কিকহি

ধতাহা। যোগীগণে হৃদপদ্ম বাঞ্ছাকরে যাহা। এইরূপে সাজাইলা নন্দের ঘরণী। তাহাতে আনিয়া শেষ দিলে ক পাঁচনি। পাঁচনি করেতে দিয়াবলেন নন্দরাণী। এইবেশে একবার নাচ নীলমণি ॥ মায়ের বচনে হরিনাচে এক বার। সেনিত্য দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার ॥ তবেরাণী ক্ষীরসর নবনীত লইয়া। ধড়ার অঞ্চলে কিছু দিলেন বান্ধিয়া। তারপরে কৃষ্ণ নামে বান্ধেন রক্ষণ। বনাদি দশনাম করি উচ্চারণ ॥ দীপশিখা আনিভালে কাচবন্ধি করে। ডানিভূত প্রেতিনীর ভয়যাবে দূরে ॥ অবশেষ বামকর অঙ্গুলিধরিয়া। দন্তাঘাত করি রাণীদিল ছাড়িয়া॥ মায়েদন্ত ঘাতকরে যাহার শরীরে। অন্যে তারঅঙ্গে দন্ত বসাইতে নারে ॥ এইরূপে নানাবিধ করিয়া রক্ষণ॥ আশীর্ব্বাদ করেরাণী স্মরিনারায়ণ ॥ আরযত বৃদ্ধ গোয়ালিনী ছিল। সবাকার পদ ধুলি কৃষ্ণ মাথেদিল। সবাকারে কনরাণী করিয়াবিনয়। বনেযায় প্রাণকানু ভাল যেনরয় ॥ এই আশীর্ব্বাদ গোপী করগো সকলে। সদাযেন মোরকৃষ্ণ থাকয়ে কুশলে ॥ তবে যশোমতী ধরি গোপালের করে। করে২ বলরামে সমর্পণ করে ॥ ধর বাপ বলরাম লহরে জীবন। মাবলে ঘরে আর নাহি অন্যজন ॥ দেহেহতে প্রাণআমি দিনুতোর আগে। দেখ২ কাছে রেখমোর দিব্বলাগে ॥ অবোধ কানাইমোর কিছুনাহিজানে। পথভুলে পাছে যায় অন্যবনে ॥ বলরাম

কন মাগো কিছু না ভাবিবে । সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ নিতান্ত জানিবে ॥ স্থির হও না ভাবিহ শুনগো জননী । সন্ধ্যাকালে আনিদিব তোমার নীলমণি ॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ লয়ে শিশুগণ । ধবলি শামলি রবে করিল গমণ ॥ যে অবধি গোষ্প দর ধুলা দেখা যায় । অনিমিক হয়ে রাণী একদৃষ্টে চায় ॥ দ্বিজ করে যার জন্যে ভাবগো জননী । বিশ্বের ভাবনা ভাবে সেনীলমণি ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ।

ত্রিপদী । সহশিশুগণ; শ্রীনন্দ নন্দন; গোধন লইয়া যাই ॥ নাচয়ে গাইয়ে; আনন্দের সীমা নাই । চৌদিকে রাখাল; মাঝে নন্দলাল; বলায়ের গলে ধরি । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে; চলে অতি ধির২ ॥ দেখিয়া সে ভব উঠে কত ভব; যে জন যেমন ভাবে । আহা মরি২; কিরূপ মাধরি; ভূবন ভূলালে ভাবে । এইরূপে হরি; বৎস সঙ্গে করি; গোষ্ঠমাঝে উত্তরিলা । যমনা পলিনেঃ লয়ে সখাগনেঃ আনন্দে সবে বসিলা ॥ যতেক রাখালঃ লয়ে ধেন পালঃ খাওয়াইয়া তৃণ জল । সবে করি মেলঃ আরম্ভিলা খেলঃ হয়ে অতি কুতহল ॥ কৃষ্ণ কন তবেঃ শুন সখা সবেঃ এক খেলা আছে ভাই । বৎসগণ গলে দিয়া মুক্তামালে সুবেশ করে সাজাই ॥ একথা শুনিয়াঃ সকলে হাসিয়া কহিছে হরির ঠাঁয় । বৎসগণ সবেঃ মুক্তা দে সাজাবে মুক্তা কে থাপাবে ভাই ॥ মূঙ্গ তার হারঃ বহুমূল্য তার একমুক্তা

পাওয়াভার । আমরারাখালঃ নবলক্ষপাল মুক্তাপাব কোথাপাব কোথাতার ।। হরিপুনকনঃশুন সখাগণঃ এক মুক্ত পেলেহয় । করিয় রোদনঃমুক্তালতাবনসৃজনকরি ব তায় । ফলেলতাবনঃফলিবেতখনঃসঙ্গতার ফলকতশত ।। পাড়িয়ালইব গোধন সাজ বঃ যারযেমনের মত ।। শুবল কহিছেঃমুক্তাযথাআছেঃআমকয়ে দিতেপারি । না সাকানগলে মুক্তাকতদোলে যদিদেয় রাধাপ্যারি । শুনকনহরিঃ যতন্ত্রাকরিঃ যথাআছে কমলিনী ।। করি মোর নাম একমণিদাম চাহিয়া আন এখনি।কৃষ্ণের বচনে আনন্দিতমনে শুবল চলিলবেগ্যেঃকহেহরিঃতবেঃমুক্তা পাওয়া ভারঃ নেবড় বিষমমেয়ে ।।

শুবলের মুক্তা কারণ শ্রীমতীর নিকটে গমন ।

পয়ার । শ্রীকৃষ্ণের বচনেতে শুবলতখন । শ্রীমতীর নিকটেতে করিল গমন ।। বসিয়া আছেনপ্যারীরত্নসিংহাসনে । বৃন্দাআসি সখিসহ আনন্দিতমনে ।। হেনকালে সেইস্থলেশুবল আইল। তাহারে দেখিয়া প্যারী জিজ্ঞাসাকরিল । গোষ্ঠেছিলে একাএলে কিসের কারণ । কোথায় কালিয়ে সোণা সেবংশীবদন ।। শুবল বলিছে ও গো শুনকমলিনী । গোষ্ঠেতে বসিয়াছে সেরতনমণি ।। গোভূষণ কালাচাঁদ মুক্তাদে করিবে । পাঠালে তোমার কাছে মুক্তা দিতে হবে ।। একথা শুনিয়া প্যারী লাগিলহাসিতে । গরুর ভূষণ হেতুমুক্তাহবে দিতে । অহঙ্কারে

শ্রীমতীর জন্মাইল ভ্রম। বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর বিক্রম ॥ পরিহাস ছলেকত উপহাস করি। কহিতে লাগিল। তবে শুবল গোচরে ॥ বহুমূল্য মুক্তা এত কেলিকদম্ব নয়। কেলমেলে হারাইলে ক্ষতিনাই তায় ॥ খাতিজলে সমদ্রেতে শুক্তির ভিতরে। যেমুক্ত জন্ম য় তাহাদিব রাখালেরে ॥ গোষ্ঠে থাকেধেনু রাখে ফেরে বনে২। মুক্তার কতেক মূল্য রাখালে কি জানে ॥ শিশু পশু সঙ্গে যার সদা সহবাস। কহিতে তাহার কথা মুখে আইসে হাস ॥ এতবলে হেসেঢলে পড়ে কমলিনী। অভিমানে শুবলের চক্ষে পড়েপাণি ॥ কেন্দে বলে মুক্তা মেরে নাদিলে রাই। মুক্তা হলোবহুমূল্য অমূল্য কানাই ॥ এতবলি যথাচরি করিল গমন। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসি দিল দরশন ॥ কৃষ্ণবলে শুবল এলে মুক্তা দেও ভাই। মনোসাধে এসোসবে গোধনে সাজাই ॥ শুবল বলিল মুক্তা নাহিদিল প্যারি। তোমারে বলিল মন্দ উপহাস করি ॥ রাখাল বলিয়া কত করিলা লাঞ্ছনা। সেকথা কহিতে মুখে নাশরে বচন। এতবলি আঁখিজলে ভাসিল শুবল। অন্তর্যামি ভগবান জানিলা সকল ॥ দ্বিজকহে কৃষ্ণচন্দ্র জগৎ আধার। দর্প হৈলে তাঁরকাছে নাহিক নিস্তার ॥

পয়ার ॥ শুবলের মুখেশুনি এসব কাহিনী। কুপিলা অন্তরে তবে দেবচক্রপাণি। দর্পহারি ভগবান বুঝি

অহঙ্কার । হরিতে রাধার দর্প করিলা বিচার ॥ সুবলে কহেন হরি সান্ত্বনা বচন । শুন সখা তুমি স্থির কর মন ॥ কান্দায়েছে কমলিনী তোমারে যেমন । নিশ্চয় জানিবে প্যারি কান্দবে তেমন ॥ এতবলি সখাগণে রাখিসেই খানে । আপনি চলিলা হরি যশোদার স্থানে ॥ মান মুখে মা২ বলে উত্তরিল গিয়া ॥ তাহাদেখি নন্দরাণী আইল ধাইয়া ॥ চাঁদমুখে চুম্বদিয়া কোলে তুলিনিল ব্যস্তহয়ে কানায়েরে জিজ্ঞাসা করিল । হাঁরে হরি একা আলি কিসের কারণ । কোথা দাদা বলরাম কোথা সখা গণ ॥ দ্বন্দ বুঝি করি আসিয়াছ কারসনে । কে করেছে অপমান মোর বাছাধনে ॥ কৃষ্ণ কন কারুসহ দ্বন্দনাহি করি । যেজন্যে এসেছি মাগো নিবেদন করি ॥ বৎসগণ সাজাইতে সাধহৈল মনে । সেইহেতু আইলাম তোমার সদনে ॥ মুক্তাদিয়া গো ভূষণ করেদিব আমি । অতএব আমারে মা মুক্তাদেহ তুমি ॥ দেমা দেমা বলে হরি করিল রোদন । নন্দরাণী বলে বাপ এআর কেমন আরের অবোধ ছেলে একমুক্ত বহুমূল্য গুনিল রতন । নহে গাছের ফল দিব ততক্ষণ ॥ ঘৃতঘোল নহে বাছা যত পার খাবে । আর বৃজ বালকেরা ডাকিয়া খাওয়াবে ॥ মায়ের কথাতে ব্যথা পাইয়া অন্তরে । কান্দিয়া কহেন হরি মায়ের গোচরে ॥ মুক্তাহলো বহুমূল্য অমূল্যসন্তান । নাহিদিলে যদি তবে যাই অন্যস্থান ॥ মুক্তাহেতু

যমুনার পারে আমি যাব। মুক্তালাগি পরের মাকে
মা বলে ডাকিব ॥ নতুবা জননী একমুক্তা দেহতুমি।
রোপণ করিয়ে মুক্তা বৃক্ষ করি আমি ॥ মুক্তা বৃক্ষ করি
আমি মুক্তা ফলাইব। যতমুক্তাচাহমাতা তত আনিদি
ব ॥ রাণীবলে অবোধ ছেলে এতেবৃক্ষহয়। রসশ্যহীন
সুকঠিন বৃক্ষকীবনয় ॥ বৃজপুরে ঘরে২ কতছেলে আছে
কপাল গুণেতে বিধি সন্তান দিয়েছে। কৃষ্ণবলে জানি
মাগো যত দয়া মোরে। বেন্ধেছিলে চারি কড়ার নবনী
র তরে ॥ তোমার যতেক স্নেহ আমাপ্রতিআছে। বৃজে
র যতেক লোক নয়নে দেখেছে ॥ এতবলি বনমালি কা
ন্দিতে লাগিল। তা দেখিয়া যশোদার দয়াউপজিল ॥
কণ্ঠ হৈতে একমুক্তা লইয়া তখন। কৃষ্ণকরেতে তবে
করিল অর্পণ ॥ রাণীবলে বৃক্ষ যদি নাপার করিতে। ন
বনীর মত পুনি বান্ধিব করেতে ॥ কৃষ্ণভাবে জননীগো বা
ন্ধিবে কি তুমি। বিনেডোরে তোরকাছে বন্ধি আছি আ
মি ॥ তবে হরি হরষিত হইয়ে তখন। নাচিতে২ গেলা
যথা সখা গণ ॥ কৃষ্ণকন আনিয়াছি মুক্তা রতন। কর্দ্দ
ম করহ ভাই করিব রোপণ ॥ শুনি গোপালের বাণী
যত শিশুগণ। যমুনার তীরে ভূমি করিল খনন ॥ জল
দিয়া কর্দ্দম করিল সুতহলে। আপনি রোপিলা হরি
মুক্তা সেইস্থলে ॥ যার মায়ায় অনিত্যকেনিত্য মরিমা

নে । মুক্তালতা কোন তচ্ছ দ্বিজকবিভনে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তা বৃক্ষ সৃজনান্তরতৎ ফলদ্বরা গোভূষণ। ত্রিপদী॥ মুক্তা রোপিকদ্দমেতে; হরিবলে সকলেতে; অঙ্কুর তাহাতে জ নমিল। শুনহ অপূর্ব্ব কথা; দেখিতেং পাতা; ক্রমেলতা বাড়িতে লাগিল॥ মায়াধারি মায়াকৈল; ক্ষণেকে মঞ্জ রী হৈল; ফুটিল লতার যতফুল। গন্ধেতেপুরিল ব্রজ; তুচ্ছ করি সরসীজর; লোভেতে ধাইল অলিকুল॥ ব্রজেতে নিবসেযারা; পুষ্পগন্ধ পেয়ে তারা; বলেফুল কোথায় ফুটেছে। কেহ বলে গোবর্দ্ধনে; কেহবলে বৃন্দাবনে; পুষ্প গন্ধে আমোদ করেছে॥ এথা পুষ্প হলোবাসি, মুক্তাধ রেরাশিং; তালে মুক্তা যতেকরাথাল। তবেতচিকনকা ল; আপনি গাঁথেন মালা আরযত ব্রজের ছাওয়াল॥ ছিদামের তরে হরি; কহেন বিনয়করি; আনবৎস্য সাজা বমুক্তাতে। শুনিয়া হরিরবাণ; শতং বৎস্যআনি; মু ক্তাদিলবৎস্যের গলেতে। পৃষ্ঠপার্শ্বধক্ষদেশ; মুক্তারক রিলবেশ; প্রতিলোমে মুক্তার ঝালি। শৃঙ্গে শ্রুতিনাশা মূলে; গেথেদিয়ে মুক্তাতুলে; নাচে শিশুদিয়ে করতালি ॥ সতচন্দ্র জিনিআভা; একং বৎস্যশোভা; দেখিসবে আ নন্দিতামনপরে তুলি মুক্তাফল; হয়েঅতিমত্তহল; কৃষ্ণে রেসাজান সর্ব্বজন॥ কৃষ্ণ আনন্দিত মান; মুক্তা তুলিত তক্ষণে সথাগণে দেনসাজাইয়া। সবে আনন্দেতে ভোর; আমদের নাহি ওর; খেলে সবে নাচিয়ং বেড়িকৃষ্ণ বল

রাম; উচ্চারিয়া হরিনাম; নাচেগায় দেয় করতালি। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়; ধন্যরে বালক চয়; যারসখা প্রভুবন মালি ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিজালয়ে গমন ॥

লঘু ত্রিপদী ॥ মুক্তালইয়ে; হরিষ হইয়ে; সুখে করেন রেকেলি। এমন সময়; সূর্য্যঅস্তযায়; অবসান হৈল বেলা ॥ বেলাহৈলশেষ, দেখি হৃষিকেশ; শিশু প্রতি তবে কয় । শুনসখাগণ; ফিরাও গোধন; চল যাইনিজালয় ॥ রাণীমুক্তাদিলঃ তাহে বৃক্ষহৈল ফলিল বহুরতন। চলভাইঘরে; বলিগে মায়েরে করুণ আসি দরশন ॥ আর কিছুমতিঃ তুলিয়া সংপ্রতি লহবৃষ পৃষ্ঠেকরি। মুক্তার ভারে; দিব জননীরে দেখুকব্রজের নারী ॥ এতেক বলিয়া; মুক্তা তুলিয়া গাথিয়া সুন্দর হার। হয়ে অতহলি; মুক্তা পৃষ্ঠে তলি; নিল সবে ভারে ভার ॥ তবেশিশুগণ, হইয়ে মিলন আবাদিয়ে উচ্চস্বরে। মাঝেরামকান বাজাইছে বেণু আনন্দে চলিলা ঘরে ॥ যাইতে২ দেখা আচম্বিতে; শ্রীমতীর সখিগনে। দেখিসহচরী; উঠিল শিহরি; চমৎকার মানিমনে। দেখিমুক্তাচয়; হইয়া বিস্ময়; রাধেরে কহিতেগেল। এথানন্দলালঃলয়ে ধেনুপাল নিজালয়ে উত্তরিল ॥ শুনিবেণু ধনী; নন্দের ঘরণীঃ বাহির হইলধেয়ে। দেখিমুক্তা ময়ঃ হইয়া বিস্ময় একদৃষ্টে রহেচেয়ে ॥ তবে নন্দরাণী লয়ে নিলমণি চাঁদমু

খে চর দিয়ে । বলে ওরতন: এ কহে রতন২: হেরিনাহি জন মধ্যে । বলে কোথা পালি: ওরে বনমালি: এহেন অ মূল্যনিধি । শ্রীদুর্গা প্রসাদে: মনের আহলাদে: কহে শুন নন্দরাণী । কিবা ভাব বিধি: বিধাতার বিধি: তোমার এ নিলমণি ॥

অথ যশোদা মুক্তা দর্শনে বিস্ময় হইয়া
কৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখেন ॥

পয়ার ॥ কৃষ্ণ কন শুন মাগো করি নিবেদন । তোর প্রসা দে হৈল মুক্তার বন ॥ দিয়াছিলে সেই মুক্তা করি নু রোপণ । জন্মিল অপূর্ব্ব বৃক্ষ মুক্তালতা বন ॥ তাহা তে ফলিল বহু মুক্তা রাশি২ আপন চক্ষেতে মাগো দে খ গিয়া আসি ॥ এত শুনি যশমতী হয় চমকিত । চলিলা কাননে তবে রোহিণী সহিত ॥ যমুনার তীরে দেখে অ পূর্ব্ব কানন । তার মাঝে শোভা করে মুক্তালতা বন ॥ ঝ লমল করে ফল অমূল্য রতন । হেরিয়া বিস্ময় হৈল য শোদার মন ॥ রাণী ভাবে এবন্ম তো মানুষ্য নয় । পূ এ ভাবে জন্মিল কোন মহাশয় ॥ ভাবিতে২ হৈল জ্ঞানে র উদয় । দিব্যজ্ঞানে দেখে রাণী পুত্র বিশ্বময় ॥ বিশ্বের আঁধার প্রভু বিরাট আকার । এক২ লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার ॥ আকাশ পাতাল ভূমি জল সাগর । নাগ নর দেবাসুর গন্ধর্ব্ব খেচর ॥ বিধি ভব বাসব বরুণ হুতাশন । অরুণ কুবের যম সোম ষড়ানন ॥ কত শত পৃথিবীতেদে

থে কতআর । কতশত বৃন্দাবন মধ্যেতে তাহার ॥ কত শতনন্দ ঘোষ কত যশোমতী । কতং ধেনু পাল রাখাল প্রভৃতি ॥ কৃষ্ণের শরীরে সব নিরীক্ষণ করে । অন্তরবিষম ভয় রাণীর অন্তরে ॥ সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম পুরুষ রতন । স্তব করিবারে রাণী করিলমনন । বুঝিজননীর ভাব প্রভুভগবান । মায়া বিস্তারিয়া পুন মায়ে ভুলান ॥ কেমনি কৃষ্ণের মায়া আশ্চর্য্য কথন । দেখিতেং রাণী হৈল বিস্মরণ ঘুচিল ঈশ্বরভাব পূর্ব্ব ভাব হৈল । বদন চুম্বিয়া কৃষ্ণে কোলেতে করিল ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া তবে রোহীণী সহিত । আপন আলয়ে গেল হয়ে হরষিত ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন । এখানেতে শ্রীমতীলইয়ে বিবরণ ॥

অথ দূতী শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণর সংবাদ দেন ।

ধুয়া ॥ শুনং ওগোরাধে পিরিতে প্রলয় হলো । সাধের মন্দিরে বুঝি বিষাদাসি প্রবেশিল ॥ নাহি জানি কি কারণ কালাচাঁদ হৈল হেন আমারে হেরিয়া কেন বাকা আঁখি ফিরাইল ॥

পয়ার । এথা দূতী মুক্তামালে দেখি গোভূষণ । লোক মুখে শুনিয়ে যতেক বিবরণ ॥ দূতহয়ে শ্রীমতীর নিকটেতে গিয়া । কহিতে লাগিলা কথা বিনয় করিয়া ॥ আজি আমি গিয়েছিনু নন্দের ভবন । পথেতে দেখিনু যাহা শুন বিবরণ ॥ আসিতেং পথে হেন জ্ঞান হয় ।

অকস্মাৎ পূর্ব্বদিকে লক্ষ চন্দ্রোদয় ॥ চকিত হইয়া আমি রহি সেইখানে। আশ্চর্য্য দেখিনু রাধে শুনি বিদ্যমানে ॥ গোষ্ঠ হৈতে নন্দসুত গোধন লইয়া। নাচিতে২ আসে সেই পথ দিয়া ॥ মুক্তা দিয়া মণ্ডিত করেছে ধেনুপাল। মুক্তার মণ্ডিত আর যতেক রাখাল ॥ তার মাঝে মুক্তায় মণ্ডিত রামকানু। মৃদু২ গমনেতে বাজাইছে বেণু ॥ কি কব তাহার শোভা নাজায় বর্ণন। শত২ চক্ষু হৈলে করি দরশন ॥ আর কত মুক্তা ভার বৃষ পৃষ্ঠে কর। লইয়াছে জননীরে ভেটিবার তরে ॥ মুক্তার আভাতে আলহৈল চমৎকার। নিশিতে চন্দ্রিমা যেন হরে অন্ধকার ॥ দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় হইলাম মনে। অবশ্য আনিবে মুক্তা তোমার কারণে ॥ আপনি করিবে হরি তোমার ভূষণ। আমরা করিব সবে সুখে দরশন ॥ কিন্তু রাধে কালাচাঁদে সে ভাব না দেখি। আমারে হেরিয়া হরি ফিরাইল আঁখি ॥ শেষে শুনি লোকমুখে সব বিবরণ সুবলে পাঠাইয়েছিল মুক্তা কারণ ॥ তুমি তারে একমুক্তা নাদিলে প্যারি। আর কত কয়েছিলে উপহাস করি ॥ সেই অভিমানে ক্রোধিত হইয়া। নন্দরাণী স্থানে মুক্তা চাহিয়া লইয়া ॥ যমুনার তীরে গিয়া করিয়া রোপণ। সৃজন করিলা তথা মুক্তালতাবন ॥ শুনি কমলিনী হৈল বিষন্ন বদন। অবাক হইয়া মুখে নাসরে বচন ॥ রাধে কহে মুক্তা

অন্য নাহি ভাবি দুঃখ। বুঝি নন্দসুত মোরে হইল বৈমুখ ॥ হায় আমি কি করিলাম সুবলে ভৎসিয়া। মুক্তা না দিলাম কেন ভুম মুগ্ধ হইয়া ॥ তুচ্ছধন হেতু কৃষ্ণ ধনে তুচ্ছ করি। ধিক এজীবনে আমি কেন প্রাণধরি ॥ সোণা ফেলি দিলাম কি অঞ্চলেতে গিরে। উন্মত্ত হইয়া কেন্ন চাহিলাম ফিরে ॥ দোষে রোষিয়াছে হরি নাআসিবে আর। তবে বল এজীবনে কি ফল আমার। বলগুগো সহচরি কি করি উপায়। শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে বাঁঝ প্রাণ যায় ॥ কি করিতে কি হইল নাবুঝি কারণ। আমারে ত্যজিলে কিহে শ্রীমধুসূদন ॥ এতবলি কপালে আঘাত করেপ্যাপি। দ্বিজ বলে বন্ম গুণে হারায়েছ হরি ॥

অথ ললীতা শ্রীমতীকে ভৎসনা করেন।

ধুয়া ॥ এখন কান্দিলে রাধে; উপায় কি হবে আর আপনার দোষে তুমি হারাইলে নটবর ॥

ত্রিপদী ॥ ভাবে ললীতাধনী; কহিছে ভৎসনাবাণী শ্রীমতীরে করি সম্বোধন। মুক্তা বহুমূল্য করি; অমূল্য করিলে হরি; ভাবিলে কি হইবে এখন। মুক্তা হেতু সুবল এলো; না পাইয়া ফিরেগেল; লোকে মুখ দেখাবে কেমনে। পড়িলে বিষমদায়; নাহিদেখি সুউপায়; কা হাইলে বাঁঝ কৃষ্ণধনে ॥ আর না পাইবে দেখা; নাআসিবে সেইসখা; প্রমাদ করিলে বিনোদিনী। ধ জনাথ কোপ কৈল; সকলি বিফলহৈল; বলদেখি কি করিবেহ

না। অহঙ্কারে হয়েমত্তঃ পাশরিলে সবতত্ত্বঃ আনত্য,ভা
বিলে নিত্যধন। ধনমদেমত্ত ছিলেঃ উচিত তাহার পেলে
দর্পহারি শ্রীমধুসূদন ॥ সেইযে নীলরত্নঃ বক্ষের দল্ল
ভধনঃ তুচ্ছবন হেতুকর। যেমন করিলে গর্ব্ব হইল তাহা
খর্ব্বঃ এখন কান্দহ নিরন্তর ॥ শুনি ললীতার বাণীঃ কা
ন্দিকহে কমলিনী• অন্তরেতে পাইয়া যাতনা॥ শ্রীকৃষ্ণ
বিরহজরেঃ সদাদেহ দগ্ধকরেঃ আর তাহে করণা লাঞ্ছনা
স্মরিলে কালার কথা হৃদয়েতে পাইব্যথা প্রাণসদা কেঁ
দেহ উঠে। সেজালায় জলেমরিঃ দিওনাগো সহচরিঃ
কাটাঘায় লবনের ছিটে। হয়েআছি সবাকারঃ শবের
উপরে আরঃ অস্ত্রঘাত করিলে কি হবে। এক্ষণে উপায়
করঃ মিলাইয়া নটবরঃ রাধারে কিনিয়ারাখসবে॥
রামচন্দ্র পুরধাম শ্রীদুর্গাপ্রসাদ নামঃ হৃদয়েতে ভাবি
বনমালি। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দঃ পাঁচালি করিয়া বন্দঃ
গুম্ফকৈল মুক্তালতাবলি॥

অথ সখীগণের মন্ত্রণা॥

পয়ার॥ রাধারে কাতরা দেখি যত সখীগণ। মন্ত্র
ণ করয়ে কৃষ্ণমিলন কারণ॥ বৃন্দাকহে ললীতাগো শুন
হ বচন। গত অনুশুচনাতে নাহিপ্রয়োজন॥ শ্রীকৃষ্ণ
বিরহানল হইয়া প্রবল। সুখাইল শ্রীমতীর শ্রীমুখকমল
আরতাহে বাক্যব্যয় অনুচিত হয়। এক্ষণে মিলন হেতু
ভাবহ উপায়॥ এমন উপায় তার করহ এখন। রাধার

সন্ধ্যানথাকে মিলে কৃষ্ণধন ॥ কালিপ্রভাতে উঠিজলআ নিবারছলে। চলসবে যাইমোরাযমুনার জলে। জলের ছলেতেগিয়া মুক্তালতা পাতাকরিবক্ষরণ। মূলসহএকে বারে করিব যেচুরি। তার অন্বেষণে ব্যস্তহবে নরহরি ॥ ব্যস্তহয়ে কালাচাঁদ ভ্রমিবেযথন। আমরা কহিবতবেঙ্গি ঙ্গিতবচন ॥ কমলিনী লইয়াছে মুক্তা হরিয়া। তাহা শুনি অবশ্য কেশ আসিবে কুপিয়া ॥ রোষেহউক তোষেহউক আইলে এথানে। করিতে পারিব তবে মিলন বিধানে ॥ গৃহে আইলে নটবরেনানা কথা কব। উলটিয়ে রাধাকা ন্তে রাধারে সাধাব ॥ এতেক মন্ত্রণা করি রজনী বঞ্চিয়ে প্রাতে যমনায় যায় সকলে মিলিয়ে ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কহে শুনসখী গণ। চোরেরবিষয় চুরি করিবে কেমনে ॥ কটাক্ষেতে মনচুরি করেছে যেজন। কেমনে করিবে চুরি সেচোরের মূলধন ॥

অথ মুক্তাবন রক্ষণেশ্রীদামাদি নিযুক্ত ॥

ত্রিপদী ॥ এথানেতে নারায়ণ; জানিয়া সখীরমন, প্রভাতে উঠিয় ত্বরাকরি। হয়ে অতিদুঃমন; সঙ্গে লয় সখাগণ; গোষ্ঠেতে চলিলা নরহরি ॥ ধবলিসামলি রবে; ধেনবৎস্যলয়ে তবে; উপনীত যথা মুক্তাবনা দেখিয়া অপূর্ব্বমতি; হরিষ হইয়া অতি; শ্রীদামের প্রতি কহিকন ॥ শুনসখা মোরবোল; নাহইও উপরোল; বৎসরের চারণ

আমি কারা। হয়ে অতি সাবধান; রক্ষাকর মুক্তাবন;কে হো যেন নাহিকরে চুরি।এত বলিজনাদ্দনঃ সমাপয়া মুক্তাবন; শ্রীদামাদিবারশিশুগণে। বলরামে লয়েসনে; নিভৃত নিবীড় বনে; গেলা হরিবৎস্যের চারণে॥ এইরূপে নন্দসুতঃ কত ভাবে কত লীলা করেকত ববতার। অনাদির অনন্ত বিভুঃ অনাথের নাথপ্রভুঃ যারলীল বৃহ্মা গুবিস্তার॥ শ্রীদূর্গা প্রসাদবলেঃ শ্রীকৃষ্ণের পাদতলে; দয়াকর ভকত বৎসল। শিশুর পূরাও আশঃকর প্রভূনিজ দাসঃ অন্তে দিয়ে চরণ কমল॥

অথ সখীগণের মুক্তাবনে গমন।
ও শ্রীদামাদির দর্প।

ধুয়া। আস্রধরাগেল ভালমনে চোরানারী। ভাঙ্গিল গুমান এবে যতেক চাতুরি॥ প্রকাশিয়া ভারিভূরি কৃষ্ণমন কররচুরিনাজানি সেনরহরি যেইভজে তারি॥ পয়ার। জল আনিবারছলে যতসখীগণ। উপনীত হৈল গিয়া যথা মুক্তাবন॥ দেখিয়া মুক্তার শোভা অতি সুশোভন। একচিত্ত হয়ে সবে করে নিরক্ষণ॥ অবাক হইয়া সখী কিঞ্চিৎরহিয়া।ধিরে২মুক্তাবনে প্রবেসিলগিয়া॥ মুক্তা হরণ হেতুকরিয়া মনন। সচকিত হয়েসবে করেন ভ্রমন॥ হেনকালে রাখালেরা দেখিয়া সত্তর। কেরে২ বলি শব্দকরে ঘোরতর॥ অসীঢাল খাড়া টাঙ্গিতে হস্তেতেল ইল। অতিবেগে সেইদিগে ধাইয়া আইল॥ চৌদিগে

ঘেরিয়া সবে করে মহাঘোর । কেহবলে দেখ যেননাপা
লায়চোর। কেহখাঁড়া ঢাল ঝাঁকে কেহশোহেতোর। মস্তক
টমট করে কম্পিতশরীর ॥ কাট২কার২ বলে কোনজন।
কেহবলে করে করে করহ বন্ধন ॥ কেহবলে সাবধানে ধ
রচোরা নারী। হাজির করিব লয়ে কংস বরাবরি ॥ এই
রূপে রক্ষকেরা করয়ে তর্জন। মহাভয়ঙ্কর স্থান হৈলবৃ
ন্দাবন ॥ দেখিয়া সখার মনে উপজিল ভয়। হেটমাথা
করিনবেস্তব্ধহয়েরয় ॥ তবেত শ্রীদাম কহেকোপেতে রু
ষিয়া। শ্রীমতীর দূতী সখী বৃন্দারে চাহিয়া ॥ নারীহ
য়ে চুরি কর্ম করনিরন্তর। আজিধরা পড়িয়াছ শিখাব
সত্তর ॥ আমাদের সর্ব্বধন শ্রীনন্দনন্দন। চোরাপ্যারি
কটাক্ষেহরেছে সেইধন ॥ চিরকাল আমাদের ধনে তো
রা বৈরী। পুনরপি আসি সবে মুক্তাকর চুরি ॥ নারীনা
হইলে ফল পাইতেতৎপর। আপনার মানলয়ে পলা
হসত্তর ॥ সুবল কহিছে পুনঃ পূর্ব্ব রাগস্মরি। কোনমুখে
আসি তোরা মুক্তাকর চুরি ॥ একমুক্তা লাগিয়া বলেছ
যত কথা ॥ সেকথা স্মরিতে হৃদে হৃদ পাইব্যথা ॥ পলা
হ২ সবে কর নিজকাজ। নারী হয়ে চরি কর্ম্মে নাহিবাস
লাজ.মনে ভাবিয়াছ বুঝি পাবে কৃষ্ণ নিধি। সেই দিনসে
বাসনা ঘুচাইছে বিধি ॥ আরনা পাইবে কৃষ্ণ শুন সারো
দ্ধার। আপনার মানলয়ে যাহ নিজঘর। এতেক শুনি
য়া বাণী যতসখীগণে। ঝর২ঝরে বারি কমল নয়নে ॥

রাখালের হাতেতে পাইয়া অপমান। কান্দিতে২ সবে ক রিলা পয়ান। মনেভাবে কোন ভাবে পাবকৃষ্ণধনে। দ্বিজকহে কৃষ্ণরূপ সদাভাবমনে। ভক্তের প্রাণকৃষ্ণ ভক্তের জীবন। ভক্তিতে ভাবনা কর পাবে কৃষ্ণধন ॥

অথ সখীগনে কৃষ্ণমিলনের মন্ত্রন ॥

পয়ার ॥ তবে সখীগনঅতিবিষাদিতমনে। সেদিন চলিলা সবে আপন ভবনে ॥ কোনমতে কৃষ্ণপাব করে ভাবনা। পুনরপি বৃন্দা দুতী করিলা মন্ত্রণা ॥ কালি পুনঃ যমুনায় আনিবারে জল। তৃতীয় প্রহর কালে সকলেতে চল ॥ বৈকালে বিপিনে হরি ভ্রমিবে যখন। রাখালয়ে সেইপথে করব গমণ ॥ গুণময়া রাধিকা প্রকাশিনিজ গুণ। বন্ধিকরিবেক সেই শ্রীহরিরমন ॥ প্রথমেতে রজগুণ করিয়া সন্তয়। করিবেকৃষ্ণের মনে রসের উদয় ॥ তাহাতে কটাক্ষ বাণ করিয়া সন্ধান। বিন্ধিয়া আনিবে প্যারি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ॥ তাতে যদি বসিভুত নহেনরহরি। পুনরপি তমগুণ প্রকাশিত করি ॥ আঁখি ঘোরতরকরিবাড়াইয়েমান। হরিয়া হরিবে মন করিবেপয়ান ॥ সেভাবেতে নাহি যদি ভলে শ্রীনিবাস। তবে রাধে সতগুণ করিবে প্রকাশ ॥ ভক্তি ডোরে দিয়ে বন্ধি করিনারায়ণে। তখনি আসিবলয়ে আপন ভবনে। সত্বগুণ ময় সেই প্রভু নারায়ণ। না পারিবে ভক্ত ডোর করিতে ছেদন ॥ বান্ধিয়া আনিব হরি কি ভাবনা তার ॥ তিনগুণ ময়ী

মায়া ও তাতে রাধার ॥ এতেক মন্ত্রণা করি সেদিনথা কিয়া। পরদিন গৃহ কর্ম্ম সব সমাপিয়া ॥ ভোজনান্তে একত্রে মিলিয়া সখীগণ। জলআনিবার ছলে চলিলা তখন ॥ শুন ইত্যাদি দ্বিজ কবি করিল রচন ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহন রূপ ॥

পয়ার ॥ এথানেতেশ্রীনিবাস জানিলা অন্তরে। আসিতেছেগোপীগণ ভুলাবারতরে ॥ কটাক্ষ করিয়াচাহে আমা ভুলাইতে। ইহার উচিত ফল শীঘ্রহবে দিতে ॥ এতভাবি নারায়ণ হৈলা সম্মোহন। আইলে হইবে মোহ গোপীকার মন ॥ মায়াধারি মায়া কৈলা অপূর্ব্ব কথন। যাহার মায়ায় মুগ্ধ এতিনভুবন ॥ মায়াতে মোহপ্রাপ্ত বিধি শুলপাণি। সেই হরি বৃক্ষরূপ ধারলা আপনি ॥ নিকটেতে বসিযত বৃজশিশুছিল। দেখিতে২ তারা চতুভূজ হৈল ॥ মগৃকরি অশ্বআর শল্লক শল্লকী। ভ্রমরা কোকিল শিখি চতুভূজদেখি ॥ অন্য পক্ষ সর্ব্ব ভাদি চতুভূজ সবে। তৃণগুল্মলতা বৃক্ষ সবে বৃক্ষভাবে কতদূরে স্বর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাইলা। শতকক্ষ পরীক্ষরি তথায় করিলা ॥ কিবাসেপত্রের শোভা কেবর্ন্তিতেপারে অপূর্ব্ব পতাকা উড়ে ধ্বজের উপরে ॥ স্থানে২ মাণিক্য বেদিকা শোভাপায়। কাঞ্চনে সোপান বদ্ধ উজ্জল তাহায় ॥ শেষ কক্ষে রত্ন সিংহাসনের উপরি। বসিলেন রাধাকান্ত লক্ষ্মীসঙ্গে করি ॥ প্রতিদ্বারে এবং ঋষিকা

প্রহরি । ললীতা বিসখা আদি সঙ্গে সহচরী ॥ কি রুব
সে রাধা রূপ বুঝি অনুভাবে । বৃষভানু নন্দিনী হেরি
য়া মোহযাবে ॥ এইরূপে চক্রকরে রহে চক্রপাণি । হেন
কালে সখিসহ আইলা কমলিনী ॥

অথ শ্রীরাধার গোষ্ঠে গমন ॥

লঘুত্রিপদী । হেথাকমলিনীঃলইয়াসঙ্গিনী উপনীত
গোষ্ঠমধ্যে । না দেখিয়া কালঃ হইলা বিকলঃ হৃদয় স
রসী রাজে ॥ নাদেখি গোধনঃ নাহি সখাগণঃ না হি কিছু
পূর্ব্বভাব । নাহিবনচয়ঃ ময়ূরচকোরঃ কোকিল ভ্রমর
রব ॥ সেসব আকারঃ নাহিকিছু আরঃ নহেযেন বৃন্দাব
ন । বৈকুণ্ঠ সমানঃ হেরিসেইস্থানঃ চমকিত হৈল মন ॥
যেদিগে নেহারেঃ সেই দিগেহেরেঃ সবে চতুর্ভুজময় ।
নবজল ধরঃ রূপমনোহরঃ শংখচক্র শোভাপায় ॥ দে
খিয়া সেরূপ অতি অপরূপঃ রাধার অন্তরভয়ঃ বলে
ওগোসখীঃ দেখদেখি দেখিঃ একভু সে বৃন্দাবন । হ য়
একিদায়ঃ এলাম কোথায়ঃ এস্থান বিষম দেখি আমা
রে তাণ্ডিয়েঃনিঠুর কালিয়েঃ কোথা গেলবল সখী । ক
করেছিনু গর্ব্বঃ হইলসে খর্ব্বঃবল কি উপায় করি।কালার
বিরহেঃ সদামনোদহেঃ বুঝিগো প্রাণেতে মরি । বলি
তে বলিতেঃ হৈল আচম্বিতেঃ যেন পাগলিনী প্রায় ।
কৃষ্ণপ্রেমেষিয়ে বেড়ায় ভ্রমিয়ে দ্বিজ কবি ভাষাগায় ॥

অথ শ্রীরাধিকার বিরহ ॥

ধুয়া ॥ নাথের বিচ্ছেদে সখী বুঝি পাগলিনী হই। কিহল অন্তরে মোর বুঝিতে নাপারি সই ॥ আমি যে অবলা বালাঃ নাসহে বিরহ জ্বালাঃ বিনে সে চিকন কালা কেমনে জীবনে রই ॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মুগ্ধহয়ে কমলিনী। ভ্রমণ করেন তথা যেন পাগলিনী ॥ সম্মুখে যতেক দেখে বৃক্ষ লতাফল। জিজ্ঞাসা করয়ে রাধে হইয়া ব্যাকুল ॥ মাধবী লতার প্রতি কহিছে কিশোরি। তুমিকি দেখেছ মোর প্রাণকান্ত হরি ॥ এইযে আছিল তব নিকটে বসিয়ে সখাগণে সাজাইলা তবফুলদিয়ে ॥ আমারে দেখিয়া নাথ অদেখাহইল। কহ২ মাধবীগো কোথা লুকাইল ॥ নাথের বিচ্ছেদে মোর বিদারিছেহিয়ে। তুমিগো মাধবীবট মাধবেরপ্রিয়ে ॥ তবেকেন মোর বোলে উত্তর না দিলে। সপতী বলিয়া বুঝি বিবাদ সাধিলে। পরেধনী ধেয়েযায় যথাকৃষ্ণকেলি। কহিতে লাগিলা কিছু করি কৃতাঞ্জলি ॥ কৃষ্ণের নামেতে তব নাম আদ্যমল। অবশ্য জানহ তুমি কৃষ্ণের আমল ॥ কদম্বে কহিছে ধনী করিয়ামিনতি। সর্ব্বদা তোমার মূলে নাথের বসতি ॥ পদচিহ্ন পড়েআছে দেখি তবহেথা। কহ২কদম্বহে কৃষ্ণ গেলা কোথা ॥ অশোকে দেখিয়া প্যারি যায় ত্বরাকরি। আলিঙ্গন করেপিয়াঅশোকেরেধরি।বলেধনীতবনা

ম জানিছে অশোক। তোমারে ধরিয়া কেন বাড়ে মোর শোক॥ অনভাব করি পূর্ব্বে আছিলে অশোক। নাথের বিচ্ছেদে বুঝি হয়েছ সশোক॥ নতুবা অশোক কেন তোরে দিয়া কোল। বন্ধুর বিচ্ছেদশুল হইল প্রবল॥ এইরূপে বনে২ করয়ে ভ্রমণ। হেনকালে দেখে যত চতুভূ জগণ॥ দ্রুতহয়ে তথা গিয়া জিজ্ঞাসয়ে কথা। তোমরা দেখছ মোর প্রাণকান্ত কোথা॥ অভিন্যকৃষ্ণেরবপু দেখি তোমা সবে। অনুভাবে বুঝিব কৃষ্ণের কেহ হবে॥ অতএব নিবেদন করি মহাশয়। কৃষ্ণের বিরহে মোর দহিছে হৃদয়॥ নারিজাতি না বুঝিয়া করেছিনু গর্ব্ব। আমার এবে হইয়াছে থর্ব্ব॥ এক্ষণে না নাথেরে পাই কিবা সেবৃত্তান্ত। তবে ত রাধার প্রাণ হইবেক শান্ত। যদ্যপি তোমরা তাঁর জান হসন্ধান। বলে দায়ে অধিনীর রক্ষা কর প্রাণ। এতবলী হরা প্রীয়ে করয়ে রোদন। কোন চতুভূজ কিছু না কহে বচন॥ তবে ক্রোধে চতুভূজে কহে কমলীনী। তাচ্ছল্যকরিলে বুঝি দেখিয়া দুঃখিনী॥ যেমন না বুঝিলে হে মোর মনস্তাপ। এহেতু তোমা সবে দিব অভিশাপ॥ কৃষ্ণভজনের গুণে কৃষ্ণবপু পাবে। কিন্তু সুখ দুঃখবোধ দেহেতে নারবে। শাঁপশুনি সভাকার আনন্দিত মন। শাঁপেবর হৈল বলি নাচে সর্ব্বজন॥ তথা হৈতে কমলিনী করিয়া গমন। কৃষ্ণবলি উচৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥ এইরূপে ভ্রমে রাধে পাগলিনী প্রায়। তদন্তে শুন হবে দ্বিজবর কয়॥

অথ শ্রীর ধার মোহন।

ধুয়া ॥ কোথা হেকালিয়ে সোণা রাধিকা মনোরঞ্জন। অধীনেরে দয়াকরি দেহ দরশন ॥ আমি জানি আমিরাধে; তোমার অঙ্গের আধ, এবেদেখি শতরাধা এ আর কেমন ॥

পয়ার। কান্দি২ প্যারি ভ্রমে সেইবন। শ্রীকৃষ্ণের মায়াপরী কৈল দরশন ॥ কহে কমলিনী শুন বৃন্দাসহচরী। এই পুরি মধ্যে গিয়া লুকায়েছে হরি ॥ চল২ শীঘ্র যাব পুরের ভিতরে। অবশ্য পাইব মোর সেই নটবরে ॥ এতবলি সখীসঙ্গে চলে কমলিনী। দৌয়ারিকা দেখে দ্বারে অপূর্ব্ব কামিনী ॥ সুবর্ণ্নের ছড়ি হাতে সঙ্গে সহচরি। বসিয়া আছেন দ্বারে হইয়া প্রহরি। আপন আকার প্যারি দেখে সমুদয়। আপনার সখীসম দেখে সখীচয় ॥ কিন্তুরূপ আপন হইতে সুউজ্জ্বল। নানাবিধ অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥ দেখিয়াকিশোরি মনে হইলা বিস্ময়। নিরব হইয়াধনী একদৃষ্টেরয় ॥ তাহা দেখি দৈবারিকা জিজ্ঞাসা করিলা। কেতুমি কোথায় থাক কি হেতু আইলা ॥ ঝর ঝর বারি ধারা ঝরিছে নয়নে। দুঃখিনী সমান কেন ভ্রমিতেছবনে ॥ শুনি কমলিনী কহে শুনদ্বোবারিণী। কৃষ্ণের প্রিয়সী নাম রাধাবিনোদনী ব্রজেতে বসতি বৃষভানুর কুমারী। কাতরাহয়েছি বড়

হারাইয়া হরি ॥ অহঙ্কার করেছিছ নাথের উপরে। সে ইহেতু প্রাণকান্ত ছাড়িয়াছে মোরে ॥ তারঅন্বেষণ আমী ভ্রমীতেছী বনে। সেইহেতু আইলামতোমার সদনে অনুমান করী পুর আছে নরহরি। যদিদ্বার ছাড়তবে দরশনকরি ॥ নাথের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ বাহিরায়। দয়াকরি দ্বৌবারিণী দেখাও তাহায় ॥ শুনি দ্বে বারিকা রাধা কহে রাধা প্রতি ॥ রাধা নাম ধর কোন কোন বক্ষেতে বসতি ॥ এখানে কমলাকান্ত কমলা লইয়া। বিহার করেন সদা বিরলে বসিয়া ॥ শতদ্বারে শতরাধা আছি দৌবারিণী। অ বার আছয়ে রাধা শ্রবণে না শুনি ॥ কোনসখী আসিহাসিএদেখায় ওরে। দেখদেখ আসিয়াছে রাধানামধরে ॥ কেমন কৃষ্ণের মায়া কেবুঝিতেপারে। আরকি আছয়ে রাধাব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ অবাক হইয়া সবেকরে উপহাস। তাহাদেখি কিশোরির অধিকহুতাস ॥ তবে দ্বৌবাবিনী রাধা কহে দয়াকরি ॥ যাও২ পুরিমধ্যে দেখগিয়া হরি ॥ কিন্তু এইমত আছে শতেক দুয়ার। শতেক প্রহরি রাধা আছয়ে তাহার ॥ সবাকার নিকটেতে হবে কৃতাঞ্জলি। তবে সেদেখিতে পাবে প্রভুবনমালি ॥ একথা শুনিয়া প্যারি চলে ততক্ষণ। অন্যদ্বারে গিয়া তবে দিলা দরশন ॥ সেখানেতে এইরূপপরিচয় দিলা। ক্রমে২ শতদ্বারে প্রবেশ করিলা ॥ প্রতিদ্বারে পূর্ব্বমত উপহাস করে। দেখিয়া বিস্ময় হৈলরা

ধার অন্তরে ।। মনে ভাবে গর্ব্ব আমি করেছি যেমন । তা হার উচিত ফল পেলাম এখন ।। অনাথের নাথহরি বৃ হ্মসনাতন । যাহার ইচ্ছায় হয় এতিন ভূবন ।। রাধাসৃ ষ্টিকরাতারকোন বড়ভার । নাবুঝিয়া নিজমনে করি অ হঙ্কার ।। এতভাবি রজতমগুণ তেয়াগিল । সত্বগুণ আ সিহ্নাদউদয় হইল ।। তবেকত ক্ষণরাই প্রবেশিয়া পুরে । সাক্ষাত পরম বৃহ্ম রূপে কমল লোচন । কম লাকরেন বসিচরণসেবন ।। শ্রীঅঙ্গে বৃহ্মাণ্ড পুনকরি দর শন । মর্চ্ছিত হইয়া প্যারিপড়ে সেইক্ষণ ।। কিঞ্চিৎ বি লম্বে ধনী চৈতন্য পাইলা । আস্তেব্যস্তে নারায়ণে স্তুতি আরম্ভিলা ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদবলে শ্রীকৃষ্ণ চরণে । পূরাও শিশুর আশাকভুনিজগুণে ।।

অথ রাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

ত্রিপদী ।। বৃহ্মরূপ হরি২; কর যোড় করি প্যারি; স্তুতি করে অনেক প্রকার । তুমি বৃহ্ম তুমিশিবতুমি দেহ তুমি জীব; তোমাহৈতে এতিনসংসার ।। সাগর জঙ্গম জল; তু মিস্থল; চরাচর ভুচর খেচর তুমি নাগ তুমিযক্ষ; দেবা সুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।। তুমিগুল্ম তুমিলতা; তুমিবৃক্ষ তুমিপ তা; তুমি সর্ব্বজীবের জীবন । তুমিশক্ষ্ম তুমিস্থূল; তুমিঅগ্র তুমিমূল; তোমাহতে বৃহ্মাণ্ডসৃজন ।। তুমিতন্ত্রতুমিমন্ত্র তুমিবাদ্য তুমিযন্ত্র; বাদক আপনি হওহরি । তুমিত্রিজ গত কর্ত্তা; আমিনারী কিবলিতেপারি ।। তুমিসত্য তে

৫ রাশি; নক্ষত্রেতে তুমি শশি;সামবেদ তুমিগদাধর। ইন্দ্রিয়েরমন তুমি ভূতেতে চৈতন্য গামি; একাদশরুদ্রেতেশঙ্কর ।। বসুর পাবক কয়; পর্ব্বতেতে হিমালয়; পুরোহিত তুমি বৃহস্পতি। সেনাপতি স্কন্দমানি; সরিতেসাগরজানি;মহর্ষিতে ভৃগুমহামতি ।। সিদ্ধেতে কপিলকয়;অশ্বে উচৈঃশ্রবা হয়; বৃক্ষেহও অশ্বতপগণ। হস্তিমধ্যে ঐরাবত; গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ দেবর্ষি নারদ তপোধন।। আয়ুধেতে বজ্ররূপঃ নৃপমধ্যে তুলিভূপ; কামধেনুধেনতে বাখানি। সর্পেতে বাসকি হও, নাগেতে অনন্ত কও; বরুণেতে জলশা আপনি ।। অসুরে প্রহ্লাদ তুমি;মত্তে সিংহ জানিআমি; পক্ষিরে গরুড় ধরনাম। বিদ্যাতে অধ্যাত্ম যেই; শোতসা জহ্নু বা সেইশস্ত্র পাণিতুমিসে শ্রীরাম।। জপ যজ্ঞ শমদম; তুমিসে নিয়ম যম তবগুণ ত্রিগুণ অতীত। আছহ সর্ব্বত্র ব্যাপে; লিপ্তনহ কোনরূপে; নিরাকারসাকারে বিদীত ।। অনাথের নাথ প্রভু অখীল বৃহ্মাণ্ড বাভু; গুণাতীত তুমি গুনধাম ।। আমি অতিমূঢমতি;না জানি ভক্তস্তুতি; দুঃখশুনে নাহইওবাম ।। জলশিলতে য়াগিয়ে; তোমাশরণ লয়ে নামহলো রাধা কলঙ্কিনী। তোমা বিনে নাহিজানি মোরাযত আহিরিণী দয়াকর ওহে যদুমণি ।। পঞ্চমুখে পঞ্চাননে; কৃষ্ণতোমা নাহি জানে;বেদমুখে বিধি নাহিপায়। ষড়মুখে ষড় নন যার অন্ত নাহি পান কমুখে করি কিউপায় । মুদিয়েযুগল

আঁখি স্তুতি করে বিধুমুখি দেখিয়া উপস্থিলমনে । আপনি উঠিয়া হরি শ্রীমতীরকরে ধরি শান্তকরে আনিয় বচনে শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে দয়াকর ভকতবৎসল । আমার পুরাও আশঃ কর প্রভু নিজদাস অন্তে দিয়ে চরণ কমল ।।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রতি সদয় ।

পয়ার ।। স্তবেতে হইয়া তুষ্ট প্রভু নারায়ণ । সম্মোহরূপ তবে কৈলাসম্বরণ । দূরেগেল মায়াপুরী দ্বারি চতুর্ভুজ । পূর্ব্বমত হৈলপ্রভু সুন্দর দ্বিভুজ ।। আপনি উঠিয়া তবে শ্রীমধুসুদন । শ্রীমতীর করেধরি কহেন বচন ।। স্থির হও প্রাণপ্রিয়ে কেন এতস্তুতি । তবগুণে বদ্ধআমী আছ গুণবতী ।। তোমায় আমায় কভু নাহিকপ্রভেদ । কি কারণে কমলিনী এতকরখেদ ।। শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের আঁধা রাধা বিনোদিনী । আগম নিগম বেদে এইকথা জানি ।। তোমার অধীন আমি আছি চিরকাল । তোমার কারণে ব্রজে হইনন্দলাল ।। স্থিরহওভয়ত্যজ চাহ একবার । সম্মুখেদাড়োয়ে দেখ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ।। এতেক বলিলা যদি কমললোচন। অমনি ব্যস্তে কমলিনীমেলিলনয়ন । আঁখিমেলে ধনী পূর্ব্বরূপনাই । সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন নন্দের কানাই ।। শ্রীদামশুবল আদি রাখে বৃন্দাবন । অন্যরাখালেরা সবে চরায়গোধন । নাহিক সে সব দ্বারি নাহি সেইপুর । দেখিলেন কমলিনী নিজ বৃন্দপুর তবে

সখীগণ কহে রাধারে চাহিয়া। হায়হায় কিহেরিলাম কে নিল করিয়া ॥ সহচরি গণের দেখিয়া বুদ্ধজ্ঞান। বৈকবা মায়াতে হরি তথনি ভুলান ॥ দূরেগেল পূর্ব্বভাব হইল স্বভাব। করেতে ধরিয়া কৃষ্ণ বাড়াইলা ভাব ॥ তবে করি প্রিয়া কহে হরিপদতলে। যদ্যপি করিলা কৃপা নিজ দাসিবলে। কেমিবলে সকল দেহ রাজীব লোচন ॥ রাখিতে হইবে নাথ মোর নিবেদন ॥ অদ্যরজনীতে পুন ভুবনে স্বজবন। পুজিব অভয় পদ এই আকিঞ্চন ॥ কৃষ্ণকন কমলিনী কিভাবনা তার। নিতান্ত জানাবেপ্যারী আমা সেতোমার ॥ শুবে তুষ্টা হয়ে হরাপদে প্রণমায়ে। নীজালয়ে চলে ধনী সখীসঙ্গেলয়ে ॥ দ্বীজকহে যেই শুনে হরার সদয় ॥ অন্তেতার নাহীথাকে সমনের ভয়।

পয়ার ॥ গৌরমুখ কন পুনকরীয়া মীনতীণ যেকহিলা কুরুলীলা অপূর্ব্বভারতী ॥ তদন্তরে কি হইল কহ মহাশয়। শুনিতে পুরাণ কথা বড় বাঞ্ছা হয় ॥ ব্যাসদেব কহেন শুনতপোধন। শ্রীকৃষ্ণ বচনে তুষ্টাহয়ে সখীগণ ॥ আপন ভবনেতবে আইলা কিশোরী। বোলে চলে গেল দিবা প্রবেশ সর্ব্বরী ॥ কৃষ্ণের সঙ্কেত কাল হৈল আগমন। দেখি গোপী গৃহ কর্ম্ম কৈল সমাপণ ॥ সখী সঙ্গে করি প্যারি গেলা কুঞ্জবনে। করয়ে বাসর সজ্জা যত সখীগণে ॥ হৃত্তহলে তুলেনবে ফুল নানাজাতি। মল্লিকা মালতী জাতি জতি কেপাপাতি ॥

টগর ডাগর কৃষ্ণ কেলি রাম কেলি ॥ পাটল পারু রুল বেল বকুল শিউলি ॥ অশোক চম্পক বক মাধবী মল্লিকা । তরুলতা সুর্য্যমখি পলাশ কাঞ্চন ॥ শত পাটিসদৃপাটি পরিপাটি যত । গুলঞ্চ করবী গন্ধা ত্রালে শত শত ॥ তুলিলা অনেক ফুল গন্ধে আমোদিত । যার গন্ধে অলিকুল সদত মোহিত ॥ এইরূপে নানাফুল তুলিয়া যতনে । গাঁথিল অপূর্ব্ব মালা কৃষ্ণের কারণে ॥ তার পর বহুফুলে কুঞ্জ সাজাইল । ফুলের করিয়া শয্যা মধ্যেতে রাখিল ॥ তদন্তেতে সখীসবে আনন্দিত মনে শ্রীমতীকে ফুলদিয়া সাজায় যতনে ॥ এইরূপে গোপীগণ বাসর সাজায়ে । কৃষ্ণের আশ্বাসে রহে পথ নিরখিয়ে হেনকালে কমলিনী সখীগণেকয় ॥ অদ্যরজনীতে হরি আসিবে নিশ্চয় ॥ কিন্তু বড় অভিমান হতেছে অন্তরে । বিনিদোষে অপমান করিয়াছে মোরে ॥ যদি বল অহ ঙ্কারে ছিনু গর্ব্ব । সেইহেতু কালাচাঁদ করিয়াছে খর্ব্ব ॥ কিন্তু সে পূর্ব্বের মূল সকলি সেজন । বিনাদোষে দুষি মোরে কৈল্য কিকারণ ॥ বুদ্ধি সাক্ষী রূপে থাকে সবাকার ঘটে । যখন ঘটায় যাহা তাই আসি ঘটে ॥ দোষগুণ যতবল সকলি তাহার । তবেকেন অপমান করিল আমার ॥ এইহেতু মনে বড় হয়ে অভিমান । কিঞ্চিৎ করিব সখী ইহার বিধান ॥ প্রথমেতে নটবরে দেখা নাহি দিব পুকার প্রবন্ধে সবে সম্মুখে রহিব ॥ তোমরাত অষ্টসখী

আমি একজন। নয়ন জলে একত্রেতে হইয়া মিলন ॥ নবনারী মিলে হব অপূর্ব্ব কুঞ্জর। কুঞ্জর রূপেতে রব কুঞ্জ ভিতর ॥ তাহাদেখি কাল চাঁদ কি করে দেখিব পরেতে মনের সাধ সবে পুরাইব ॥ করিরূপে প্রাণকান্তে পৃষ্ঠেতে করিয়া। কুঞ্জের বিপিন মাঝে বেড়ায় ঘুরিয়া ॥ শুনিয়া রাধার বাণী সবে দিল সায়। মুক্তালতা বলি গন্থ দ্বিজবর গায় ॥

অথ নবনারী কুঞ্জর রূপ ধারণ ॥

পয়ার। তবে রঙ্গে সখি সঙ্গে মিলিয়া শ্রীমতী। হইল নিকুঞ্জে এক অপূর্ব্ব মূরতি ॥ আদ্যাশক্তি ময়ীরাধা শক্তি বিস্তারিল। বৃন্দা আদি চারি সখি উঠি দাঁড়াইল দুই২ সখী তার হইয়া মিলিত। দুইদিগে দাঁড়াইল হয়ে ভাগমত ॥ উভয় উভয় পদ একত্র করিয়া। নিল দ্বারে গুল্ফ বিধি রাখিল টাকিয়া। এমনি ভঙ্গিতে সখি রাখিলেন পদ। অভিন্ন হইল যে কুঞ্জরের পদ। পরে তিন সখী উঠি মধ্য ভাগে গেল ॥ পরস্পর গলে২ সকলে ধরিল ॥ গলা অবম্বনেতে করিয়া নির্ভর। যোগাসন করি পদ তুলিল সত্বর। পদে পদে তিনজনে সংযোগ রহিল পাশ্বসখী ধরিতাহে কিঞ্চিৎ তুলিল ॥ কক্ষতলে রাখিল পদের যোগাসন। তিন মাথা উচ্ছ হৈল কিঞ্চিৎ তখন ॥ তিনজনা সমভাগে এমতি রহিল। মাতঙ্গের বক্ষোদর ক্রমে জানাইল ॥ তারপর শুন আর আশ্চর্য্য বচন

সম্মুথ ভাগেতে ছিল সখী যেইজন ॥ তাহার মস্তকেতে উঠিল একধনী। মথামাথি করি দোঁহে রহিলা অমনি করীর সমান মণ্ড মংশুতে করিয়া। শণ্ডহেতু বামপদ দিলা ঝুলাইয়া ॥ দক্ষিণের জানু সেই সখী বক্ষে থয়ে। রাথিল দক্ষিণপদ বক্কিম করিয়ে ॥ মাতঙ্গ বদন সম হইল তাহাতে। তবেত সম্মুথ সখী ভাবিলা মনেতে ॥ বিচারিয়া বিনদনী বাড়ায় দন্তাত। অভিন্ন হইল দুটি গুঞ্জরের দাত ॥ পাশাপাশি করি চক্ষ রাথে সুমিলনে। হস্তিনীর চক্ষ সম দেথাব নয়নে ॥ কর্ন্নের কারণে তবে মনে বিচারিয়ে। নীলাম্বরী অঞ্চলদিলেক ঘুরাইয়ে ॥ দুইপাশ্বে হেনভার হইল তাহাতে। করির কর্ন্নের সম লাগিল ঝুলিতে ॥ শুণ্ডমণ্ড চক্ষ কর্ণ্ণ দন্তআদি করি। দেথিতে হইল যেন সুন্দর কুঞ্জরী ॥ তবে রাধা বিনোদিনী উঠিয়াতথন। সহরির গণ মাথে কৈলা আরোহণ হইল শ্রীমতী তথা নানা ভঙ্গিকরি। কতভঙ্গি জানে নিজে ত্রিভঙ্গের নারী ॥ এমনি বক্কিনয়ে রহিল তথায়। কুঞ্জরের পৃষ্ঠ সম হইল তাহায় ॥ তবেধনী নিজবেণী এলাইয়া দিল। করীর পুচ্ছের সম ঝুলিতে লাগিল ॥ অঙ্গের উজ্জলে অভ লুক ধর তরে। সকল সখীর অঙ্গ ঢাকে নিলাম্বরে ॥ হইল অপূর্ব্ব করী সুন্দর আকার। তবে কমলিনী মনে করিয়া বিচার ॥ আপনার পৃষ্ঠদেশে

পাতিল অঞ্চল। বিচিত্র আসন সম হইল উজ্জ্বল। আ
সন রাখিলা মনে এই সাধ করি। উঠিয়া বসিবে ইথে
প্রাণকান্ত হরি ॥ এইরূপ নবনারী মিলিয়া যতনে।
হইয়া কুঞ্জের রূপ রহে কুঞ্জবনে ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে
শুন সর্ব্বজন। নবনারী কুঞ্জেরের এই বিবরণ ॥ একচিত্ত
হয়েযেইকথা শুনে। অন্তকালেতারভয় না থাকেসমনে।

অথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে গমন ॥

পয়ার ॥ এখানেতে শ্রীকৃষ্ণের শুন বিবরণ। গোষ্ঠ
হৈতে আইলেন আপন ভবন ॥ রজনীযোগেতে হরি ক
রিয়া ভোজন। জননীর নিকটেতে করিলা শয়ন ॥ কিন্তু
নেত্রে নিদ্রানাই সতত বিমন। কতক্ষণে নিদ্রিত হইবে
পুরজন ॥ তিনদিন রাধা সহ নাহি সহবাব। উদয় হ
ইল মনে বিরহ হুতাস ॥ তবে কতক্ষণে ঘুমাইল পুরজন
তিনদিন রাধাসহ নাহি সহবাস। উদয় হইল মনে বির
হহুতাস ॥ তবে কতক্ষণে ঘুমাইল পুরজন। আস্তেব্যা
স্তে ব্রজনাথ উঠিলা তখন ॥ ধরিয়া মোহন বেশ গোপি
কারপতি। চলিলেন কুঞ্জবনে মৃদুমন্দগতি ॥ রজনী
হইল ঘোরা করে ঝিল্লিরব। কোনদিগে মনুষ্যের নাহি
শুনিরব ॥ আকাশে উদয় মেঘ গভীর গর্জ্জন। বিন্দুং
হইতেছে জল বরিষণ ॥ ঘোর তর অন্ধকার দৃষ্টিনাহি
চলে। ক্ষণেং গগণেতে সৌদামিনী খেলে ॥ তাহাতে
কেবল মাত্র পথ দেখাযায়। তাহা অনুসারি হরি চলিল

ত্বরায় ।। পথেতে যাইতে কত আছয়ে উৎপাত। তাহাতে কমলাকান্ত নাকরে দৃকপাত ।। রাধার ভাবেতে কৃষ্ণ হয়ে উতরোল। রাধাবিনা মুখে আর নাহি অন্যবোল কারাধ কোথায় রাধা কতক্ষণেপাব। কতক্ষণে কুঞ্জে গিয়া রাধারে দেখিব ।। এইরূপে রাধাকান্ত করিয়া গমন। ছয়দণ্ডে উত্তরিলা যথা কুঞ্জবন ।। দ্বিজ কহে শুন সবে একমন হয়ে। কুঞ্জবনেরাধাকান্ত প্রবেশিলাগিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে বিরহাবস্থা ।।

ত্রিপদী ।। এরূপেতে রাধাকান্তঃ রাধা ভবে হয়ে ভ্রান্ত উপনীত হৈলক্রমে ক্রমে। কুঞ্জের দয়ারে থাকি রাধা রাধা বলে ডাকি উত্তরনাপান কোনক্রমে ।। শেষতে কুঞ্জের মাঝে প্রবেশিয়া ব্রজরাজঃ চারিদিগে করি নিরীক্ষণ ।। নাহিপ্যারি সহচরীঃ দ্রব্য আছে সারি২ কুঞ্জবনে কৈলাদরশন ।। চৌদিগে সাজান ফুলঃ গুঞ্জরিছে অলিকুলঃ মধ্যে ফুল সয্যা আছে তায়। দ্রব্য আছে ভিন্ন২; গোপীকার পদচিহ্নঃ চারিদিগে দেখিবারে পায় ।। বিনু সখীগণ নাইঃ নাহি কমলিনী রাইঃ দেখি মনে গণিল প্রমাদ। বিরহে ব্যাকুল চিতঃ নাহি মানে হিতাহিতঃ রাধাবলি ছাড়য়ে নিশ্বাস ।। পরেকরে অনুমান ছিল প্যারি এইস্থান মোরে দেখি কোথা লুকাইল এতভাবি গুণমণিঃ তপাসিয়া ৫মারিনীঃ চারিদিগে ভ্রমিতে লাগিল ।। তবে ফুলবনেগিয়েঃ দেখে চৌদিকে

চেয়েঃ শেষেযান তামালের বনে। তথায় নাপায়ে প্যা
রিঃ তবে যান নরহরিঃ শালতাল পিয়াল কাননে। সে
খানে না দেখাপানঃ পরে শ্যামস্বঞ্জযানঃ রাধাস্বগু তা
হার পশ্চাতে। তারপরে অন্যবনঃ করে হরি অন্বেষণ
কোনস্থানে না পান দেখিতে॥ রাধাভাবে হয়ে ভোরঃ
ভাবনার নাহি ওরঃ ভাবভরে হইলা অস্থির। ব্যাকুল
হইয়া মনেঃ ফুল লতা বৃক্ষগণেঃ জিজ্ঞাসা করেন যদুবীর
শুনহ বৃক্ষগণঃ করিসবে নিবেদনঃ দেখেছ কি কিশোরী
আমার। যদ্যপি দেখিয়া থাকঃ বলে দিয়ে প্রাণরাকঃ
করসবে এই উপকার॥ যদিবল বহুজন এসে থাকে এই
বন কিশোরী মোরা নাহি চিনি। শুনহ আকার কই
রূপেতে ত্রিলোক জইঃ অঙ্গ আভা জিনি সৌদামিনী ব
দন নিস্মান শশিঃ তাহাতে ঈষদ হাসি বিম্বফল জিনি
ওষ্ঠাধর॥ বচন অমিয় ভাষঃ তিলফুল জিনিনাশঃ অথ
বা জিনিয়া খগবর॥ খঞ্জন গঞ্জন আঁখি গিধিনী জি
নিয়া দেখিঃ শ্রবণের সুগঠন হয়॥ দীর্ঘ সশা মধ্যে ক্ষী
ণঃ বয়সেতে মনবাঁনা কদম্ব জিনিয়া স্বচদ্বয়॥ মৃণাল
জিনিয়া ভুজঃ করপদ সরসীজঃ নিতম্বের না যায় বর্ণন
নখ শশধর জ্যোতিঃ মৃদু২ মন্দ গতিঃ জিনিয়া শে মরা
ল বারণ॥ এইরূপ যেইধনীঃ আমার হৃদয় মণিঃ কেহ
কি দোখচ সেইজনে। হয়েছি বিষয় আর্ত্তঃ বলিয়ে তা
হার বার্ত্তাঃ কিনে রাখি শ্রীনন্দনন্দনে॥ এতেক মিনতি

করিঃবারেং নরহরি; রাধার করেন অন্বেষণ। ভ্রমিয়া সকল বন নাহি পান দরশনঃ অবশেষে শুন বিবরণ ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলেঃ শ্রীকৃষ্ণের পদতলেঃ দয়াকর ভকত বৎসল। পুরাও আমার আশঃ করে প্রভু নিজদাসঃ অন্তে দিয়ে চরণ কমল ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নবনারী কুঞ্জর দর্শন ॥

পয়ার ॥ তবেকৃষ্ণ বনেবনে ভ্রমণ করিয়া। কোন স্থানে শ্রীমতীর দেখা না পাইয়া ॥ বিরহে ব্যাকুল হয়ে বিষাদিত মনে। পুনরপি আইলেন নিকুঞ্জ কাননে ॥ পুনরপি কুঞ্জেতে করেন অন্বেষণ। যেখানে যেখানে আছে স্থান সুগোপন ॥ হেনকালে দেখিলেন অশোকের কাছে। প্রমত্ত মাতঙ্গ এক দাঁড়াইয়া আছে ॥ রাধার বিরহে একে দহিছে হৃদয়। কুঞ্জর হেরিয়া হরি পাইলেন ভয় ॥ করি হেরি কালাচাঁদ গণিল হুতাস। এই করী কিশোরীকে করেছে বিনাশ ॥ সর্ব্ব অন্তর্যামি যেই প্রভু ভগবান। পিরিতি প্রভাবে তেঁহ হারাইলা জ্ঞান। না বুঝিতে পারি কিছু ইহার প্রভেদ। কিভাব কৃষ্ণের করে নাহি জানেবেদ ॥ ভাসিলা করুণাময় শোক সিন্ধু জলে। হা রাধা বলিয়া হরি পড়ে ভূমিতলে ॥ হায় প্রিয়ে মোর আশে আসি কুঞ্জবন। করীর হাতেতে বুঝি হারালে জীবন ॥ কোথা গেল কমলিনী আমারে ছাড়িয়া। তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥ হায়রে

ম রুণ বিধি কি দোষ পাইয়া। আমার প্রাণের প্রিয়ে লইলি হরিয়া॥ ওরে প্রিয়ে একবার দেহ দরশন। তোমাবিনে দগ্ধ মোর হতেছ জীবন॥ রাধা যে অঙ্গের আধা জানে সর্ব্বজনে। অঙ্গহীন হয়ে এবে রহিব কেমনে কি দোষ পাইয়ে তুমি ছাড়িলে আমারে। অধৈর্য্য হয়েছে আমি তোমায় নাহেরে॥ অনুমান করি তুমি আমার লাগিয়া। গিয়াছিল গোঠ মাঝে ব্যকলা হইয়া তাহাতে এসেছ মনে পায়্য অপমান। সেই অভিমানে বুঝি ছাড় নিজপ্রাণ॥ এতব উচিত নহে ওহে কমলিনী একেবারে এঅধীনে ছাড়িলে অমনি॥ তাহে যদি অভিমান হয়েছে তোমার। মানিনী হইয়া দেখা দেহ একবার। পূর্ব্বমত সাধিতব চরণেতে ধরি। তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে নাপারি॥ রাধা যে অঙ্গের আধা রাধা সে জীবন। রাধার বিরহে নাহি ধৈর্য্য মানে মন রাধা যদি ছাড়ি গেল এই বৃন্দাবন। তবে আর কি কারণে ধরিব জীবন॥ ওহে করী বিনাশিলে মোর প্রাণপ্রেয়ে। পুনরপি বধ কর আমারে আসিয়ে॥ কৃষ্ণের কাতর দেখি অস্থির কিশোরী। মনে ভাবে করি রূপ পরিত্যাগ করি॥ আবার ভাবেন মনে আছে বড়সাধ করীরূপে পৃষ্ঠেতে করিব কালাচাঁদ। এতভাবি হরিপ্রিয়ে করীরূপ গারণ। বাধাকান্ত রাধা শোকে করেন রোদন স্বর্গে থাকি দেবগণ দেখিয়া সে ভাব। বলে মরি২ কি

বা শ্রীকৃষ্ণের ভাব ॥ শোকেতে অধৈর্য্য হৈলা ত্রিজগৎ পতি৷ তাহা দেখি শূন্যে থাকি বলেন ভারতী ॥ শুন হে হরি ত্যজ শোক শুনহ বচন। একবার করী পৃষ্ঠে কর আরোহণ। তবেসে পাইবে তব রাধা বিনদিনী। শুনহ নারায়ণ সারদ্ধার বাণী ॥ এত যদি আকাশেতে হৈল দৈব বাণী। শুনিয়া সুস্থির কিছু দেব চক্রপাণী ॥ ব্যগ্র হয়ে হৃষিকেশ উঠিয়া তখন। আস্তে ব্যাস্তে করি পৃষ্ঠে কৈল আরোহণ ॥ তবে নব নারী করী আনন্দিত মনে হরি পৃষ্ঠে করি ফিরে নিকুঞ্জ কাননে ॥ দ্বিজ কহে কত ভাব জানেন কিশোরী। নবনারী হয়েপৃষ্ঠে কৈলা হরি ॥

পয়ার ॥ হরি পৃষ্ঠে করিতবে নবনারী করি। কুঞ্জ বনে নানাস্থানে বুলে ফিরি২ ॥ যেথানে যেথানে আছে মনহর স্থান ॥ হরিসে লইয়ে সুখে সেই স্থানে যান নারীর পরশ পেয়ে শ্রীহরি তখন। মলয়া মারুতে হৈল উল্লাসিত মন ॥ মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ এত্থার কেমন। করী পৃষ্ঠে সম এত নহে কদাচন ॥ অনেক কঠিন হয় কুঞ্জরের অঙ্গ। কমল হই ত এরে দেখি কমলাঙ্গ ॥ এত ভাবি রাধানাথ একদৃষ্টে চান। কিশোরীর কমলাক্ষি দেখিবারে পান ॥ তবে কিশোরীর কমলাক্ষি দেখিবারে পান। তবেকৃষ্ণ নামিলেন হয়ে দ্রুত তর। অবিলম্বে ধরিলেন শ্রীমতীর কর ॥ তবে রাধা সখীগণে ইঙ্গিত করিলা। ভিন্ন২ হয়ে সবে ক্রমে দাঁড়াইলা ॥ বৃচিল কুঞ্জ

র রূপ হৈল নবনারী। দেখি ধন্য ধন্য তবে করেন শ্রীহরি॥ হায় কি দেখিলাম রূপ আহা মরি২। জনমিয়ে দেখিনাই নবনারী করী॥ নারী হয়ে কুঞ্জর হইলে নয়নে। চিনিতে নারিনু আমি হেরিয়া নয়নে॥ আদ্যা শক্তি ময়ী মায়া তুমি কমলিনী। মায়াবনে ভুলাইলে বিধি শূলপাণি॥ মায়াতীত হই আমি তথাপি প্রীয়সি তোমার মায়ায় বদ্ধ আছি দিবানিশী॥ রাধাকন রাধাকান্ত তব পদ স্মরি। হইয়া ছিলাম বনে নারী করী॥ সাধছিল তোমারে লইব পৃষ্ঠ করি। সেই সাধ পূর্ণ এবে হইল শ্রীহরি। তবে রাধাকান্ত অতি আনন্দিত মনে। একাসনে বসিলেন নিকুঞ্জ কাননে। সখীগণ চারিদিকে চামর ঢুলায়। কেহ আনি পুষ্পমালা দিতেছে গলায়॥ অগৌর চন্দন আনী দেয় কোনজন। সুবাসিত জল আনে সুমিষ্ট ওদন॥ কোন সখী তাম্বুল যোগায় ত্বরা করি। আনন্দে হইয়া মগ্ন যত সহচরী॥ এইরূপে রাধা সহ প্রভু বনমালি। করেন করুণা ময় নানা রসে কেলি তবে হরি কহিছেন রাধাকরে ধরি। তুমি কি করেছ মান আমারে কিশোরী॥ গোষ্ঠ মাঝে গিয়া তুমি হয়েছিলে দুঃখি। সেই হেতু প্রিয়ে তুমি আছ মেলান মুখী॥ এত যদি কহিলেন প্রভু নারায়ণ। করপুট হয়ে প্যারি করে নিবেদন॥ তুমি ত্রিজগত কর্ত্তা ব্রহ্মসনাতন। অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ প্রভু নিরঞ্জন॥ তোমার ইচ্ছাতে সৃষ্টি

স্থিতি হয় লয় । কটাক্ষেতে আমাসম কত রাধা হয় ।। গোষ্ঠ মধ্যে শত রাধা সৃষ্টি কৈলে তুমি । তাহে কি কারণে কৃষ্ণ দুঃখি হব আমি ।। তবে যে কারণে নাথ দুঃখি আছি মনে । নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে ।। পরমাত্মা পরাৎপর তুমি নারায়ণ । তোমারে ভজিলে লোক হয় সাধুজন ।। বিধি ভব বাশব বরুণ হুতাশন । তোমারে ভজনা করে যত দেবগণ ।। তোমারে ভজনা করি ভবের ভবানী । পরম বৈষ্ণবী নাম ধরিলা আপনি ।। তোমারে সতত সেবি লক্ষ্মী সরস্বতী । ত্রিভুবন লোক মাঝে হতেছেন সতী ।। আর ভূমিতলে নবনারী কতজন । তোমারে ভজিয়া পাপে হতেছে মোচন ।। অহোল্যাদ্রৌপদী কুন্তী মন্দোদরীতারা । তোমার ভজনগুণে সতী হৈল তারা ।। কেবল তোমারে ভজে আমি অভাগিনী । বৃজ মাঝে নাম হলো রাধা কলঙ্কিণী ।। অতএব মোরে তব নাহি দয়ালেশ । সেই হেতু দুঃখে সদা ভাবি হৃষিকেশ ।। শুনি রাধিকার বাণী রাধাকান্ত কন্ন এইহেতু প্রিয়ে তুমি আছ দুঃখ মন ।। তোমার সমান সতী কেবা আছে নারী । অহর্নিশি আমি যার আছি আজ্ঞাকারী ।। কালি হতে বৃন্দাবনে আছে যতজন সতী রূপে বলিবেতোমারে সর্ব্বজন ।। অতএব্রকমলিনী দুঃখ

ত্যজ এবে। কালি হৈতে কলঙ্কিণী নাম তব যাবে॥ এইরূপ কথাতে আছেন হৃষিকেশ। হেনকালে রজনী হইল অহশেষ॥ তবে রাধাকান্ত করিবারে শান্তন। আপন আলয়ে তবে করিলা গমন॥ সখীসহ কমলিনী গেলা নিজ ধাম। দ্বিজ কহে সুখে মুখে বল হরিনাম॥

অথ কলঙ্ক ভঞ্জারম্ভঃ॥

পয়ার॥ গৌরমুখ কন পুন শুন মহাশয়। কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ আসি নিজালয়। ব্যাসকন আস্তে ব্যাস্তে শ্রীমধুসুদন। জননী নিকটেতে করিলা শয়ন॥ বালক সমান হরি ঘুমাইয়া রয়। হেনকালে সুখের রজনী গত হয়॥ শশি অস্তাচলে গেল পোহাইল নিশি। ভানুর উদয় হৈল প্রকাশিল দিশী॥ বায়স বিহঙ্গ পীক করে ঘনরব। ক্রমে ক্রমে পুরবাসি জাগিলেক সব॥ যশোদা রোহিণী উঠি গৃহে কর্ম্ম সারি। মনের আনন্দে জাগাই নরহরি॥ শয্যাহৈতে উঠিতবে শ্রীমধুসুদন। সুবাসিত জলেকৈল মুখ প্রক্ষালণ॥ ক্ষীরসর নবনী লইয়া যতনে॥ আনন্দে দিলেন রাণী শ্রীকৃষ্ণ বদনে॥ পরে চূড়া ধড়া বান্ধি বেশ করিদিল। মনের আনন্দে রাণী কৃষ্ণে সাজাইল॥ পাচণী করেতে দিয়া বলে নন্দরাণী। এই বেশে একবার নাচ নীলমণি॥ মায়েরবচনে হরি নাচিতে লাগিল। সে নৃত্য দেখিয়া সবে মোহিত হইল। কিন্তু

মনে জাগিতেছে রাধিকার বাণী। কিরূপে ঘুচাব নাম রাধা কলঙ্কিনী ॥ দ্বিজকহে যেনাম স্মরিলে পাপ যায় কলঙ্কঘুচান তার কোন বড়দায় ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের মচ্ছা ॥

পয়ার ॥ রাধার কারণে হরি চিন্তিত অন্তর। কিরূপে কলঙ্ক তার হইবে অন্তর ॥ মায়ার আধার প্রভু অনন্ত মহিমা। গুণাতীত বটে কিন্তু গুণে নাহি সীমা ॥ মনে২ নারায়ণ করিয়া বিচার। পাতিলা বিষম মায়া কে বুঝিবে তার ॥ মায়ের নিকটে সুখে নাচে নন্দলাল। নাচিতে২ কিছু ঘামিল কপাল ॥ ক্রমে২ সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপিলেক ঘাম। আকস্মাৎ মূচ্ছা হয়ে পড়ে ঘন শ্যাম ॥ পদ্মপলাশ চক্ষু উদ্ধেতে উঠিল। অনল কমলমুখ ক্রমে শুখাইল ॥ নন্দরাণী দেখে কৃষ্ণ ভূমিতে পড়িল। শীঘ্র গতি আসি সতি কোলেতে করিল ॥ কি হৈল২ বলে করে কলরব। ধাইয়া আইল তবে গোপীগণ সব ॥ সুশিতল জল মুখে দেয় কোনজন। আপনি রোহিণী অঙ্গে করয়ে ব্যজন ॥ তথাপি নাহিক স্পন্দ নাসরে নিশ্বাস। দেখি যশোমতি অতি গনিলহুতাশ। তবে বৃজপুর বাসি ছিল যত জন। সংবাদ শুনিয়া সবে আইল তখন শ্রীদাম শুদাম আর যত গোপ গোপীছিল। কৃষ্ণ অমঙ্গল শুনি সকলে ধাইল ॥ তবেচন্দ্রাবলি গিয়ে রাধার মন্দিরে। কৃষ্ণের মূচ্ছেরকথা কহিলা সত্বরে ॥ চন্দ্রাবলে

ও:গারাধে করি নিবেদন। আচম্বিতে মূর্চ্ছাগত শ্রীনন্দ নন্দন ॥ কতজনে কতমত ঔষধকরিলা। তথাপি কিঞ্চিৎ তারচেতন নহিলা ॥ রাধাবলে চন্দ্রাবলিএকি আকস্মাৎ বিনামেঘে বৃক্ষপরে হৈল বজ্রাঘাত। কৃষ্ণযদি ছাড়িযয় এবৃজ ভূবন। তবেআর কি কারণেধরিব জীবন ॥ চল২ নন্দালয়ে সবে যাই চল। যদ্যপি কৃষ্ণের ভাল দেখি তবে ভাল ॥ নত্তবা যমুনাজলে জীবন ত্যজিব। পুনর্ব্বার আর ঘরে ফিরে না আসিব ॥ এতবলি কমলিনী লয়ে সখীগণে। উপনীত হৈল আসি নন্দের ভবনে ॥ দেখে বৃজবাসি যত বিষন্ন হইয়া। মাথেহাত দিয়া সবে আছে দাঁড়াইয়া ॥ মূর্চ্ছাগত বনমালি রাণীর কোলেতে। দেখিয়া শ্রীমতী সতী ভাবিলা শোকেতে। লোকের গঞ্জনা হেত্ত নাকান্দে ফুস্বরে। বিন্দু২ বারিধারা নয়নেতে ঝরে ॥ একপাশ্বে কমলিনী রহিলা দাঁড়ায়ে। পরেশুন যেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে ॥ বহুজনে বহুমত শান্তি করাইলা। কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাহল ॥ তাহাদেখি নন্দরাণী অসার ভাবিয়া। উচচস্বরে কান্দে সতী ভূমি লোটাইয়া ॥

অথ যশোদার রোদন।

ত্রিপদী ॥ বহুমত করি শান্তি; কৃষ্ণের নহিল শান্তি; তাহে ভ্রান্তি হৈল সর্ব্বজন। অসার ভাবিয়া রাণী; ভালে করাঘাত হানি; উচৈচস্বরে করয়ে রোদন ॥ সেরোদন

বর্ণ্ডিবারে; কার সাধ্য কেবা পারে; রাণী জিনি আপনি স্তম্ভিত। লিখিতে তাহার অন্ত; ব্যাসের লেখনীস্তব্ধ; এইহেতু বর্ণনারহিত ॥ রাণীর ক্রন্দন ছন্দে; যত পুর বাসি কান্দে; কৃষ্ণশোকে হয়ে নিরানন্দ। উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি; ব্যাপিল ভূবনখানি; গোষ্ঠেথাকি শুনিলেন নন্দ ॥ তবেঅতি ব্যগ্রহয়ে; উপনন্দে সঙ্গেলয়ে; উত্তরিল আপন ভবন। প্রবেশিয়া পুরীমাঝ; দেখেন বিষম কায়ঃ অকস্মাৎ কৃষ্ণ অচেতন ॥ তাহাদেখি প্রাণউড়ে আছাড় খাইয়াপড়ে; ছিন্নমূল তরুবরপ্রায়। উপনন্দ কাছেছিল করেতে ধরিতুলিল; বিধমতে নন্দেরে বুঝায়। কহিছেন উপনন্দ, শুন২ ওহেনন্দ; নিরানন্দ এযে যুক্তি নয় ॥ দেখ কি হইল রোগ; করহ ঔষধি যোগ; যেরূপেতে রোগমুক্ত হয় ॥ বিচিন্তিয়া বিজ্ঞজনে; বিবেচনা কর মনে; বিপদেতে নাকরশোচন। বিহিত চিন্তায় তার করে বহু প্রতিকার; যাতেহয় বিপদ মোচন ॥ এইরূপে বহুমত; নন্দেরে বুঝান যত প্রবোধ কি মানে মনেতার। এবড় বিষম কার্য্য; কেমনে ধরিবে ধৈর্য্য অচৈতন্য কৃষ্ণ পুত্রযার ॥ হাকৃষ্ণবলিয়া নন্দ; হয়ে অতি নিরানন্দ; কান্দি২ কৃষ্ণ কাছে যায়। দেখিয়া কৃষ্ণের ভব; শ্রীনন্দের জ্ঞানভাব, হৈল যেন পাগলের প্রায় ॥ শোক সলিলেতে ভাষি; ধিরে২ কাছে বসিঃ উঠবলি ডাকে উভরায়। কহে কবি দ্বিজবরে; সে ভাব দেখিলে পরেঃ পাষাণ সে

বিদরিয়াযায় ॥

অথ নন্দের আক্ষেপ ॥

রাগিণী সোহিনী পরজ। তাল আড়া ॥

লঘুত্রিপদী ॥ কান্দিনন্দকনঃ উঠবাছাধনঃ অচেতন
কেন রও। বিধুমুখেহাসিঃ আধ২ভাষি সুধাজিনি কথা
কও ॥ পিতাবলি মোরেঃ ধেয়ে এসো ওরে দুবাহু পসা
রি কোলে। আসি হৃদিপরেঃ পুন দুইকরেঃ আটিয়া ধ
রয়ে গলে ॥ ভেরে কোলে করিঃ দুঃখসিন্ধু তরিঃ ভাষি
র আনন্দনীরে। তোমাবিনে আরঃ কে আছে আমার
বলরে এবুজপুরে ॥ চেয়ে দেখ বাপঃ পাইয়া সন্তাপ
গোষ্ঠহতে আসিবার। দিনকর করেঃ দগ্ধকলেবরেঃপদে
ক্ষত দশাঙ্কুর ॥ উঠিত্বরাকরিঃ ওরেগিরিধারিঃ বাধা
জলঝারিদেহ। হেরিতোর মুখঃ দুরে যাক্ দুঃখ জুড়াক
তাপিত দেহ। এই বৃদ্ধকাল ওরে নন্দলাল আর দুঃখ
নাহি সয়। তোমাবিনে মোর এই ঘর ঘোর সব অন্ধ
কার ময় ॥ উঠবাপধন ওনীল রতন বারেক দেখয়েচে
য়ে। পিতানন্দ তোর কান্দয়া কাতর শোকেতে বিদরে
হিয়ে ॥ তোমার লাগিয়ে ব্যাকুল হইয়ে ভূমে গড়া
গড়ি যায় ॥ হের সখাগণ শোকে অচেতন ধেনুবৎসয
আদিকরে। তোর মুখ হেরে ভাবে আঁখিনীরে কেহ না
ধৈরজ ধরে। উঠ ওরে বাপ ঘুচ ও সন্তাপ চাঁদমুখে বা
পবল ॥ পাগলসমান দেহে নাহিজ্ঞান আকুল হইয়া
ফির ॥ ক্ষণে চমকিয়ে উঠে সিহরিয়ে কৃষ্ণের নিকটে

যায় ॥ দবাহু পসারি শ্রীকৃষ্ণের ধরি কোলে বরে তত ক্ষণ। হেরি মুখ শশি আঁখি জলে ভাসি ঘন কর্‌য়েচুম্বন ক্ষণে আঁটি ধরে রাখে হৃদিপরে ক্ষণে করে হায় হায় ক্ষণে কোলেহতে রাখিয়ে ভূমেতে একদৃষ্টেচেয়েরয় ॥ দেখিতে২ পুন আচম্বিতে আছাড় খাইয়া পড়ে। স্পন্দ হীনরহেঃ নিশ্বাস নাবহে যেনদেহে প্রাণ ছাড়ে ॥ পুন চমকিয়া হাকৃষ্ণ বলিয়া উদ্ধশ্বাসে উঠিধায়। ক্ষণে কাঁদে হাসেঃ ক্ষণেকতভাষেঃ যেমন পাগল প্রায় ॥ এরূপ হইয়ে বিলাপ করিয়ে শ্রীনন্দ কৃসাঙ্গ অতি। শক্তিহীন প্রায়ঃ বসিল তথায় মুখে না সরে ভারতী ॥ ব্যগ্র চিত্ত হয়ে শ্রীদাম ডাকিয়ে কহে অতি মৃদুভাষে। তুমি কৃষ্ণ প্রিয়ঃ কৃষ্ণ তোরে প্রিয়ঃ অতিশয় ভালবাসে ॥ মোর কথা রাখ তুমিকৃষ্ণে ডাক তোরকথা কৃষ্ণ রাখে শুনি নন্দ বোল শোকে উত্তরোল শ্রীদাম কৃষ্ণেরে ডাকে ॥ শুন২ ইত্যাদি ॥

অথ শ্রীদামের আক্ষেপ ॥

রাগিণী মল্লার তাল খয়রা ॥

ধুয়া ॥ ভাই চেতনহয়ে শ্রীদাম নফর
ডাকে বিনয় করে ॥

পয়ার ॥ শ্রীদাম শুনিয়াতবে শ্রীনন্দেরবোলে। অধিক শোকেতে মগ্ন হইল বিভোল ॥ দুই চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল ॥ আস্তে ব্যাস্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল

শুবলাদি করি যত শিশুসঙ্গে লয়ে। দাঁড়াইল চারিদিগে কৃষ্ণের ঘেরিয়ে॥ তবত শ্রীদাম ডাকে করিয়া মিনতি। উঠহ ওরেভাই রাখালের পতি॥ তুমি বিনে রাখালের আর কেহনাই। উঠরেং ওরে প্রাণের কানাই কিকারণে ওরে কানু হইলে এমন। তোমার শোকেতে মজে শুধ বৃন্দাবন॥ এইব্রজে বসতি করয়ে যতজন। সবাকার প্রাণধন তুমিসে জীবন॥ আর যদি ক্ষণকাল তুমি না উঠিবে। সকলে ত্যজিব প্রাণ নিশ্চয় জানিবে ওরে কানু তোরমনে এইকি আছিল। শোকসিন্ধুসলিলেতে ভাষাবে গোকুল। এতযদি কানাইরে ছিলতোর মনে। ইন্দ্রবৃষ্টিকালে তবে বাঁচাইলে কেনে॥ বাম হাতে ধরি কেন গিরি গোবর্দ্ধন। রক্ষা কৈলে ওরে ভাই এই বৃন্দাবন॥ কি কারণে বিষপানে বাঁচালে রাখাল বকের উদরে কেন বাঁচালে গোপাল॥ দাবাগ্নি করিয়া পান রাখ গোপ গণে। পিতারে করিলা রক্ষা সর্পের দংশনে॥ বরুণ আলয় হতে আন যেইজনে। তোর শোকে প্রাণছাড়ে নাদেখ নয়নে॥ জননী জনক মরে ঘরে গোপগণ। ওরে হরি এবে কেন নাকর রক্ষণ॥ ধবলি সামলি আদি ধেনু বৎস্যগণ। তৃণজল কিছু তার নাকরে ভক্ষণ॥ এক দৃষ্টে তোর মুখ নিরখিয়া আছে। অনিবার বারিধারা নয়নে বহিছে॥ উঠকানু লহ বেন চল গোষ্ঠেযাই। ধেনুবৎস্য লয়ে সবে কাননে চরাই॥ সবে

মিলি সতছলে খেলাকরি ভাই। রাখালের রাজা হয়ে বৈসহ কানাই ॥ হেনমতে শ্রীদামাদি যত শিশুগণে। আক্ষেপ করিয়া বহু ডাকে জনেং। কিছুতে নহিলে যদি কৃষ্ণের চেতন ॥ তবেত অধৈর্য্য হৈল যত গোপগণ ॥ নিশ্চয় জানিয়া মৃত্যু কাঁদে উচৈস্বরে। কার সাধ্য সে রোদন বর্জিবারে পারে ॥ তবে বলদেব দেখি আপনি অনন্ত অন্তভাবিয়া নাপান। কি কারণে কৃষ্ণ চন্দ্র হারা ইলা জ্ঞান ॥ স্বর্গমর্ত্য পাতাল ভাবিয়া ত্রিভুবন। কোন স্থানে কিছু নাহি পান অন্বেষণ ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া মনে রোহিনী নন্দন। ত্রিলোক বিজয়ী শিঙ্গ করিলা ধারণ গোপশণে বলদেব বলেন তখন। কিছু কাল ক্ষান্তরও সকলে রোদন। শিঙ্গাস্বরে ডাকিআম করিউচৈচধ্বনি দেখিং কেন হেন হৈল নীলমণি ॥ এতবলি সর্ব্বজনে করিয়া থান্তনা। আপনি বলাই দিল শিঙ্গাতে ঘোষনা দ্বিজ কবি ইত্যাদ ॥

অথ বলরামের আক্ষেপ ॥

রাগিণী সয়ারি ঠোড়ি। তাল আড়া ॥

ধুয়া। বলার শিঙ্গা বাজিলেরে। উঠিল শিঙ্গারধ্বনি কাঁপিবন থানিঃ চরাচরে লাগিল হুতাশ ॥

ত্রিপদী। বলরাম শিঙ্গা ধরি সঘনে ফুৎকার করি শিঙ্গাস্বরে ডাকেন তথন। বলার শিঙ্গার সানে ব্যাপি

লেক ত্রিভূবনে চমকিল যত পুরজন । অতল সুতল তল বিতলাদি রসাতল ক্রমে সপ্তপাতাল ভেদিল । তথায় বসতি কত নাগজন্ম আদি যত সকলেতে কাঁপিতে লাগিল । সপ্তস্বর্গে সুরগণ সবে চমকিত মন কৈলাশে আসিলা পঞ্চানন । বুহ্মলোকে বুহ্মাশুনি কম্পিত হয়ে অমনি সঙ্গে লয়ে যত দেবগণ । আকাশ বিমানে আসি দেখে যত বুজবাসি কৃষ্ণসোকে লোটায় ধরণী ।। অচৈতন্য ভগবান ভূমি গড়াগড়ি যান দেখি স্তব্ধ বিধি শুলপানী । আশ্চর্য্য মানিয়া মনে লয়েযত দেবগণে বিধাতা ভাবেন সর্ব্বস্থান । কোথাপ্রভু নারায়ণ কি কারণে অচেতন কেহ কিছু নাপান সন্ধান ।। মায়ার আধার হরি বিধি ভব আদি করি শোকাব্ধিতে সকলে ভাবিল । এথানে শিঙ্গায়বলে কেন কৃষ্ণ হেনহলে বুজপুর শোকেতে মজিল ।। উঠওরে বনমালি সথীসঙ্গে কর়কেলি তোর দাদা বলরাম । তিলেক যে খেলাবিনে নাহি থাক কোন স্থানে এবে কেন করিছ বিশ্রাম ।। তিলেক আমারে ছাড়ি নাহি যাওকারু বাড়ি কি দোষে ছাড়িলে একবারে । উঠহরি উঠ ওরে; কথা কহ গলেধরে; তোমা বিনে ধৈরজ নাধরে । জননী জনক তোর; শোকেহয়ে সকাতর; ভূমেলুটি কান্দিছে কানাই ।। তুমিরে সর্ব্বস্য ধন; জননীর প্রাণধনঃ তোমাবিনে আর কেহ নাই । তোমারে পাঠায়ে বনে; চেয়েথাকে একমনেঃ কতক্ষণে

থিআগে কিবারোগ কৃ যুরে ঘেরিল। এতবলি আস্তে ব্যস্ত কৃষ্ণ কাছে গিয়া ॥ নাসিকা কপাল বক্ষ দেখে হস্ত দিয়া ॥ ক্রমে২ সর্ব্ব অঙ্গ করিলা স্পর্শন। অবশেষে হস্ত ধরি দেখয়ে লক্ষণ ॥ হস্তছাড়ি হেটমাথে থাকিয়া কিঞ্চিৎ। কহিতে লাগিলা তবে সবার বিদিত ॥ ধাতনাহি পাওয়া যায় অঙ্গ হিমময়। মৃত্যুসম বটে কিন্তু ফলে মৃত্যু নয় ॥ ভাব প্রকাশেতে আমি যেদেখি লক্ষণ। অনুমান করিদেখে আছয়ে জীবন ॥ কিন্তু এরোগের কিছু নাপাই নির্ণয়। এইহেতু ভাবিতেছি বিষম সংশয় ॥ এতবলি হেটমাথে বসিলা তখন। দেখিয়া সবার মন হৈল উচাটন ॥ সবে বলে মহাশয় কি হবে ইহার। বৈদ্যবলে স্থির হও দেখিআরবার ॥ এতবলি জ্যোতিষ খুলিয়ে ততক্ষণ। খড়িপাতি আরম্ভিলা করিতে গণন দ্বিজক হ কৃষ্ণপদে করি পরিহার। কেবুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥

অথ বৈদ্যের গণনা।

ত্রিপদী ॥ জ্যোতিষ খুলিয়া বৈদ্য; ভূমে খড়িপাতি সদ্য; রাখে অঙ্ক করিয়া পাতন। অন্য অঙ্ক রাখি পরে। অঙ্কেতে পূরণ করেঃ পূরণ অঙ্ক করয়ে হরণ ॥ এইরূপে খড়িধরি হরণ পূরণ করি; ক্ষণকাল করিয়া গণনা। রোগের করিয়া স্থির; কহিতে লাগিল ধীর; যেইরূপে হইবে মোচন। বৈদ্যবলে গণনায়; রোগ হৈল শুনি নিশ্চয়; কিন্তু

বড় বিষম ঘটিল। যেদেখি ঔষধ যোগ নিদানের প্রয়োগ; জ্যোতিষের মতেতে মিলিল॥ অধিক কি কব আর; অনুপান পাওয়া ভার; এইহেতু ভাবিতেছি মনে। শুনি উপনন্দ কয়; যে কহিবে মহাশয়; তাহা আনি মিলাব যতনে॥ চেষ্টার অসাধ্যনাই; চেষ্টায় দুর্লভপাই এইকথা সর্ব্বলোকেকয়। অতএবচেষ্টাকরি; অবশ্য মিলাতে পারি; কহ দেখি শুনি মহাশয়। বৈদ্য কহে শুন তবে; যে ঔষধে রোগ যবে। ঔষধি আছয়ে মোর ঠাঁই পতিব্রতা হবে যেই ঔষধ বাঁটিবে সেই; এইমত সতী নারী চাই॥ পতিব্রতা সতীনারী কক্ষে করিহে ঝারি; যমুনা হইতে জল আনি। সেজলে ঔষধ গুলে, কৃষ্ণমুখে দিবেতুলে; রোগ মুক্ত হইবে তখনি॥ শুনি উপনন্দ হাসি, কহেন মধুর ভাষি; এইহেতু কিসের ভাবনা। নগর এবৃন্দাবনে; সতী আছে বহুজনে; বৈদ্যবলে কথাতে হবেনা॥ মথেতে যে সতীকয়; তাহাতে প্রত্যয় নয়; পরিক্ষা করিতে হবে তার। পরিক্ষায় উত্তরিলে; তবেসে সতীর জলে; হইতে পারিবে উপকার॥ যেনিয়ম পরিক্ষার; কহিশুন সুবিস্তার; কেশতুলি মস্তক হইতে। গ্রন্থ দিয়ে দীর্ঘ করে; গিয়া যমুনার তীরে; সেতু এক হবে নির্ম্মাইতে। পার্শ্বে ভাগে কিছুতার; নাথাকিবে যোগ আর; এককেশেসেতু দীর্ঘাকার। তাহাতে যমুনাপার; হইবেক তিনবার; সেইনারী সতী সারোদ্ধার। উপনন্দ

আসিবে ঘরেতে। শুনিলে বেণুর ধনি; হয়ে যেন পাগ গিনী; ধেয়েআসি করয়ে কোলেতে। ওমাগও যাইতে বনেঃ মায়ের আরতি বিনে; নাহিযাও কথন গোপাল এখন কটায়ে মায়া একেবারে ছাড়িদয়; কোথাগেলে মায়ের দলাল। মায়ের রোদন হরিঃ সহিতে নাহিক পারি; এইহেতু বলি বারে বার ॥ উঠরে উঠরে ভাই আর দঃখ দিও নাই; বৃজপূর রাখরে তোমার। আরযদি ক্ষণকাল নাহি উঠ নন্দনানঃ তবে প্রাণ ত্যজিবে সকলে আমিও তোমার শোকেঃ মুখনা দেখাব লোকেঃ প্রবে শিব যমুনা জলে। এইরূপে খেদ করে; বলদেব শিঙ্গাস্ব উচৈচস্বরে ডাকন নানাই ॥ তথাপি নাহলজ্ঞানঃদেখি শোকে হতজ্ঞানঃ শিঙ্গাফেলি বসিলাবলাই ॥ বলার অঙ্গের আভঃ রজত পর্ব্বত নিভ; তাহে প্রভ হইল এম ন ॥ দুই চক্ষে বহে ধারাঃ যেনগঙ্গা শত ধারাঃ গিরিহতে হতেছে পতন ॥ বলরাম শোকে ভাষেঃ দেখি গোপগণ ত্রাশেঃ নিতান্ত জানিল কৃষ্ণনাই ॥ হা কৃষ্ণ বলিয়া তবে করি হাহাকার রবে কৃষ্ণশোকে কান্দয়ে সবাই। সবে বলে আর কেনঃ যমুনায় ত্যজি প্রাণ কৃষ্ণ যদি ছাড়িল শরীর ॥ এতবলি গোপঙ্গলঃ হয়ে শোকে শোকাঙ্গল মরণে মন্ত্রণা কৈলাস্থির। এসব দেখিয়া হরি মনেতে বিচার করি গোপগোপী দুঃখ বিনাশন ॥ রাধার কলঙ্ক যায় সকলেতে সুখীহয় উপায় ভাবিলা নারায়ণ। শ্রী

দুর্গাপ্রসাদ বলে শ্রীকৃষ্ণের পাদতলেঃ দয়াকর ভকতবৎসল। আমার পুরাও আশঃ কর প্রভু নিজদাস; অন্তে দিয়ে চরণ কমল ॥

অথ বৈদ্য আগমন ॥

পয়ার ॥ গোকুল আকুল দেখিয়া নরহরি ॥ মনেতে ভাবেন তবে উপায় কি করি ॥ যেদেখি শোকেতে মগ্ন ব্রজবাসিগণ। ক্ষণেক বিলম্বে সবে ত্যজিবে জীবন ॥ অতএব বিলম্বেতে অনুচিত হয়। ত্বরায় করিতে হৈল ইহার উপায় ॥ রাধার কলঙ্ক দূর করিতে হইবে। আমার চেতনে ব্রজবাসি সুখিহবে ॥ হেনমতে করিতে হইবে সবিধান। এতভাবি চিন্তামণি হৈলা চিন্তামান ॥ ভাবিতে২ দ্বিধারূপ হৈলাহরি। শুনহ আশ্চর্য্য কথা অপূর্ব্ব মাধুরি ॥ পুর্ব্বরূপেযশোদারকোলেতে রহিল। দেহ হৈতে অন্যরূপ বাহির হইলা ॥ সেরূপ দেখিতে কেহ নাপায় নয়নে। অলক্ষিতে গেলা হরি নগর ভ্রমণে ॥ কি কব সে অপরূপ রূপের বর্ণন। অতিমূ হইল যেন ভিষক নন্দন ॥ কৃষ্ণের অঙ্গজ কৃষ্ণ সম কলেবর। ইহাতে বুঝিহ রূপ কি কব বিস্তর ॥ ঔষধি পুর্ণিত খর্ব্ব কোটি করতলে। আর্য্যবস্তু জ্যোতিবের পুঁথি কক্ষস্থলে শিক্ষাচুল দীর্ঘফোটা নাসিকা কপালে। রোগী অন্বেষণ করি ভ্রময়ে গোকুলে ॥ হেনকালে নগরিয়া লোক কোনজন। পথেতে পাইল সেই বৈদ্য দরশন ॥ দ্রুতগিয়া

প্রণাম করিয়া বৈদ্যবরে। করযোড় করি কিছু নিবেদন করে॥ অনুভবকরি বৈদ্যহবে মহাশয়। কোথায় নিবাসতব গমন কোথায়॥ অকস্মাৎ এগোকলে হৈল আগমন। ভাগ্যহেতু পাইলাম তবদরশন॥ বৈদ্যবলে এতকেন করিছমিনতি। চিকিৎসাকরিয়া ভূমিআমি বৈদ্যজাতি। অনুমানকরি রোগী থাকিবেকঘরে॥ নতুবা এতেক কেনবিনও আমারে। তবেকৃতাঞ্জলিহয়েসেইজনকয়॥ যে কথা কহিলে সত্যবটেমহাশয়॥ শুনিয়াছ নন্দঘোষ বৃজেররাজন। অকস্মাৎমূর্চ্ছাগতভাঁহারনন্দন॥ কতমত চিকিৎসা করিলকতজন। কোনমতেনাপারিলাকরিতেচেতন। নন্দসুতশোকেমগ্ন যতগোপকুল রোদনকরিছেসবে হইয়াব্যাকুল॥ তুমিযদিকৃপাকরিদেখ একবার। তবে বুঝি প্রাণপায় নন্দেরকুমার॥ শুনিবৈদ্যবলেরোগী দেখিলেনয়নে। সাধ্য কি অসাধ্য রোগ বলিব তখনে॥ সাধ্যহৈলে মহৌষধিকরিলেসেবন। অবস্য হইতে পারেরোগেরমোচন॥ কিন্তুআমিনাহিযাই আরোহনাবনে কেমনে যাইব বলপথিক বচনে॥ তবেত পথিকগোপকহে সকরুণে। ক্ষণেক দাড়াওএই বৃক্ষসন্নিধানে॥ আমি গিয়া সমাচারকহিবতথায়। আপনি আসিয়া নন্দ লইবে তোমায়॥ এত বলিবৈদ্যবরে রাখিয়া সেইস্থান। নন্দরে কহিলগিয়া বৈদ্যকথন॥ শুনি নন্দসেইথানে আসিয়া ত্বরিত। হেরিয়া বৈদ্যর রূপ হইলা মোহিত॥ কৃষ্ণে

র সমান রূপ হেরিয়া তাঁহার। অন্তরের মধ্যে স্নেহ বা
ড়িল অপার ॥ বিনয়ে কহেন নন্দ এসো মহাশয়। কৃপা
করি রক্ষা কর আমার তনয় ॥ নন্দের আহ্বানে বৈদ্য হর
ষিত হয়ে। চলিলেন ধিরে ধিরে নন্দের আলয়ে ॥ তবে
নন্দ কন পুনঃ মধুর বচনে ॥ বাজিতেছে স্বশ স্কর চলিতে
চরণে। কৃপা করি মোর কোলে কর আরহণ ॥ ক্ষণেক ল
ইয়া আমি করিব গমন। বৈদ্য কন পিতৃতুল্য তুমি মহাশয়
কর হ উচিত তব যেবা ইচ্ছা হয় ॥ তবে নন্দ বৈদ্যবরে কো
লেতে করিয়া। পুলক হইল অঙ্গ উঠে সিহরিয়া ॥ আপ
নি সে বৈদ্যরূপী শ্রীনন্দনন্দন। এই হেতু শ্রীনন্দের উল্লাসি
ত মন ॥ কৃষ্ণেরে করিলে কোলে যেমত হইত। বৈদ্যরে ক
য়ে কোলে হৈল সেইমত ॥ মনে২ বুজরাজ ভাবেন তখন।
ইহাকে লইয়া কেন হইল এমন। এই জন হৈতে বা কি পাই
ব তনয়। নতুবা বিপদে কেন আনন্দ উদয় ॥ এত ভাবি যা
ন নন্দ হয়ে দ্রুততর। আপন আলয়ে গিয়ে উত্তরে সত্বর। বৈ
দ্য দেখি সর্ব্বজন হৈল হরষিত। রোদন ত্যজিয়া রাণী উঠি
ল ত্বরিত ॥ সমাদরে বৈদ্যবরে বসায়ে তথায়। করযোড়
করি রাণী বিনয়েতে কয়। প্রাণদান দেহ তুমি আমার নন্দ
নে। একেবারে বিকাইব তোমার চরণে ॥ বৈদ্য বলে কে
ন মাগো অনুচিত কও। জননী সমান তুমি আমার যে হও
আমা হৈতে বাঁচে যদি তোমার কানাই। পুত্র ভাবে দয়া রে
খ আর নাহি চাই ॥ স্থির হও জননী গো না হও উতলা। কে

কনপনঃ কভু কি সম্ভবে হেন; এমন হেতুতে হওয়াপার বৈদ্যবলে সতী যব তাহার অসাধ্য কিবা; পূরাণে প্রমাণ শুন তার ॥ অযোধ্যাতে রঘুপতি; তাঁর জায়া সীতা সতীঃ রাবণ হরিয়া লৈলতায়। রঘুনাথ কোপকরি সবংশে রাবণে মারি সীতাউদ্ধারিলা পুনরায়। কিন্তু সেই রঘুপতিঃ আনিয়া সীতাকে সতি তবু কৈলা পরিক্ষা বিধান। সতেক বানর মিলেঃ কাষ্ঠ আনি অগ্নিজ্বালেঃ অগ্নিহৈল পর্ব্বত প্রমাণ ॥ সীতাপ্রবেশিলা তায়ঃ সবে করে হায়২ মনে ভাবে জানকী মরিল ॥ সতী নারীযেই হয়ঃ তারকি অনলে ভয় স্পর্শমাত্রে শীতল হইল ॥ অগ্নিমাঝে সীতাদেবীঃ শ্রীরামের পদ ভাবিঃ আনন্দেতে বসিয়া রহিলা। অগ্নি হৈল সুনির্ব্বাণ পরে উঠি ততক্ষণ পতি পদে আসি প্রণমিলা ॥ অনলহইতে বড় এপরীক্ষা নহেদড় ইথে কেন ভাবছ সংশয়। শুন২ কহিমার ফণি অগ্নি জল; পার চিরকাল বিধিপরীক্ষায়। এতযদি বৈদ্যকন সবে চমকিতমন উপনন্দ চান নন্দপানে। নন্দকন ভাবকেন ভিজ্ঞ নরমণীগণে নারীমম্ম নারীভাল জানে ॥ শুনিয়া নন্দের বাণী নারীগণে কানাকানি বলে একি দেখি সর্ব্বনাশ। কিম্বা টতে কি হইল কালরূপী বৈদ্য আইল নারীজচ্ছ করিতে প্রকাশ ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে দয়াকর ভকত বৎসল।

॥ ৯ ॥

আমার পরাণ আশ কর প্রভু নিজদাস অন্তে দিও চরণ কমল ॥ ✽ ॥

অথ উপনন্দ কর্ত্তৃক নারীগণের আহ্বান ও নারী গণের দ্বন্দ ॥

পয়ার ॥ নন্দের বচনে তবে উপনন্দ ধীর। মধুর নিশ্বরে হয় বচন গভীর ॥ সুন২ বৃজবাসি নারী যতজন স্বকর্ণ্ণে শুনিলে সবে বৈদ্যের বচন ॥ যেহেতু পরমা সতী এব্রজমণ্ডল। পরীক্ষ করিয়ে বারি আনহতছলে ত্রিভুবনে যশকীর্ত্তি রবে চিরকাল। অধিকান্ত প্রাণ পাবে নন্দের দুলাল ॥ পর উপকার হবে বাড়িবেক মান। ইহার অধিক কর্ম্ম কিবা আছে আন ॥ অতএব উঠে শীঘ্র সতী সেইজনা। নন্দসূতে বাঁচাইয়া রাখহ ঘোষণা ॥ এতযদি বারম্বার কহে উপনন্দ। কোন নারী কিছু নাহি বলে ভাল মন্দ ॥ হেটমাথেরহে সবে নাহি স্ফুরে বোল। আপনা আপনিপরে করে গণ্ডগোল ॥ পরস্পরে এউহারে বলে বার বার। তুমি সাধ্বী সতীবট হও আগুসার ॥ শুনিয়া তাহার কথা কহে আরজন। তুমিত প্রধানবট সতীতে গণন ॥ চিরকাল সতী বলি হাত নাড়া দেও। এবেকেন আরজনে বল তুমি যাও ॥ ননদিনী যেই হয় পাইয়া সেছল। ভ্রাতবধু প্রতি বলে বাড়াইয়া গলা ॥ তুমিত আছহ সতী আমাদের ঘরে। পরীক্ষা করিয়া জল আনহ সত্বর ॥ ভাতারের কাছে সদা

সতীত্ব জানাও। পত্র অবশিষ্ট আর পাদোদক খাও॥ একদিন পতিযদি স্থানান্তরেরয়। সেদিনউপবাসী থাক আহার নাহয়॥ ঘরে আইলে পরেধেয়ে গিয়েততক্ষণ সুবাসিত জল দিয়া ধোয়াও চরণ॥ এইরূপেভাইমোর বসে রাখিয়াছ। আমাদের একেবারে পর করিয়াছ॥ সতীত্ব জানিতে পোড়ামুখে পড়ে জল। এসেকেন অধোমুখে রহিলি তাবল॥ শুনি ননদির বাণী অন্তরেতে জ্বলে। হৃদে বিষভরা মুখে মধুস্বরে বলে॥ বাঁকামুখে চেক কথা নাহি বাস লাজ॥ যে পারে সেজন গিয়া করুক একাজ॥ দেখিবারে পতিভক্তি নাপার আমার অদ্যবধি মোর কর্ম্মে লহ তুমি ভার॥ কহিলেযে তোমোরে করেছি আমি পর। অদ্যাবধি ভাই লয়ে সুখে কর ঘর॥ এইরূপে কথার কৌশলে নারীগণ। পরস্পর কোন্দল করয়ে সর্ব্বজন॥ তাহা দেখি নন্দরাণী হইয়া ভাবিত। রোহিণী প্রতি চাহি করেন ইঙ্গিত॥ ইঙ্গিত বচনে রাণী কহেন তখন। রমণী গণের দ্বন্দ করাও ভঞ্জন॥ সতীসাধ্বী নিকটেতে যাছ পরিহার। দয়াকরি প্রাণ দেও গোপালে আমার॥

অথ রোহিণী কর্ত্তৃক নারীগণের দ্বন্দ নিবারণ॥

পয়ার॥ রাণীর বচনে তবে উঠিয়া রোহিণী। নবাকারে কন দেবী সুমধুর বাণী॥ বিপদে বিরোধ করা অতি অমঙ্গল। যশোদারে কৃপাকরি ছাড়গো কোন্দল

সতীর বচনে করি অসংখ্য মিনতি। কৃষ্ণে বাচাইয়া রাখ গোকুলে খেয়াতি ॥ জল আনি কৃষ্ণধনে বাচাবে যেজন। চিরকাল মততার হবে কৃষ্ণধন ॥ বিশেষত নন্দ ঘোষ যশোদা রোহিণী। তার কাছে বিনিমূলে বিকাবে অমনি। এইমত বিনয়ে তরোহিণী কহিল। রমণীগণের দ্বন্দ ক্রমেতে চলিল ॥ কিন্তু কেহ সেতুপারি না করে স্বীকার। এবলে উহারে তুমি হও অগ্রসার ॥ হেনমতে যতনারী করয়ে কানাকানি। সকলে সকলে বলে তুমি সতী জানি ॥ এইরূপে পরস্পর বলিছে সবাই। তার মাঝে দাঁড়াইয়া কমলিনী রাই ॥ তাঁহারে চাহিয়া কেহ কিছু নাহি কয়। কৃষ্ণ কলঙ্কিণী বলি জানয়ে নিশ্চয় ॥ তাহা দেখি শ্রীমতীর বাড়ে অভিমান। নয়নের জলে ভাষে কমল বয়ান ॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া প্যারি হা কৃষ্ণ বলিয়া। অসতা হয়েছি নাথ তোমারে ভজিয়া ॥ সেই হেতু ঘৃণা করি নাহি কহে কথা। তাহাতে হৃদয় কিছু নাহি মোর ব্যথা ॥ যদ্যপি দেখিতে পাই তোমার চেতন। তবে তো দুঃখ মোর হইবে মোচন ॥ নতুবা ত্যজিব দেহ যমুনা জীবনে। অন্তেঃষন হ নপাই ওরাঙ্গাচরণে ॥ এতবলি আখি জলে ভাষে কমলিনী। এথা নেত্রে সতী চাহি ভুমেণ রোহিণী ॥ সকলের কাছে দেবী যাচে পরিহার। কোননারী আসিতথা না করে স্বীকার ॥ তাদেখিয়া বৈদ্যবর দেয় টিটকারী। বৃন্দাবন মাঝেতে

কিনাহি সতীনারী ॥ ধিক২ গোকুল বাসিনী নারীগণে একজন সতীনারী নাহি এইস্থানে । সেকথায় লজ্জা পেয়ে যত নারীগণ । অধোমুখে রহে সবে না তোলে বদন কোনজন কিছু যদি উত্তর নাদিল । তবেত রোহিণী দেবী নিরস্ত হইল ॥ দেখিয়া যশোদারাণী করেন রোদন মোরভাগ্যে সত্যশুন্য হৈল বৃন্দাবন ॥ ধনিষ্ঠা নামেতে সখি যশোদারছিল । রাণীর কাণের কাছে কহিতে লাগিল ॥ যটিলা জটিলা দুইজন বড় সতী । চিরকাল এ গোকুলে আছয়ে খেয়াতি ॥ কিন্তু তার কৃষ্ণপক্ষে বিপক্ষ সদাই । আসিবে কি না আসিবে কহিতে ডরাই ॥ রাণাবলে ভালমনে করিলেস ঙ্গিনী । যটিলা নিকট চল যাইব আপনি ॥ অবশ্য আনিব তারে করিয়া মিনতি । দ্বিজবলে শীঘ্র চল ওগো যশোমতি ॥

অথ যটিলা নিকটে যশোদার গমন ।

লঘু ত্রিপদী ॥ তবনন্দ রাণীঃ যেনপাগলিনীঃযটিলা নিকটেযায় । নাহিকিছু ধৃতিঃ চলেঅধুগতিঃমণি হারাফণি প্রায় ॥ ধলায়ধুসরঃসর্ব্ব কলেবরঃ মুক্ত কেশ মলীন মুখা । সঙ্গেচারিসখীঃধনিষ্ঠাসুমুখীঃশরলাশ শ্রেতি সুংগি এইরূপরাণীঃসঙ্গেতেসঙ্গিনীযটিলাভবনেগিয় । কে থাগো যটিলাবলিড কদিনাযটিলা আইল ধেয়ে ॥ দেখি নন্দরাণীঃযটিলাঅমনি; আসন আনি যোগায় । বৈশ২ বলিঃহয়েকৃতাঞ্জলিঃবিবরণ জিজ্ঞাসয় ॥ শুনেছেসকলতো

বুকেরেছল যেন কিছু নাহি জানে। করিয়া বিনয়ঃ অশলু সু
য়ঃ যশোদার বিদ্যমানে। বলে যশোমতিঃ কি কব ভার
তী অশলীয় ববরণ। আজি দিবাকালঃ কেটেছে কপালঃ
হারায়েছি কৃষ্ণধন ॥ শুনি চমকিয়ঃ উঠে সিহরিয়াঃ ব
লে এ কনর্ক্ষনাস ॥ হৃদি হৃষ্টতরাঃ মুখে কাতরা করে কত
হুতাস ॥ কহিছে যটিলো কিকথা কহিলে শুনিয়ে বিদ
রে হিয়ে। এ কি অকস্মাৎ সরে বজ্রাঘাৎ কহ দেখি বিশেষি
য়ে ॥ রাণী বলে আরঃ কি কব কিছারঃ আমার পোড়া কপা
ল। না চিতেং পাড়ি অ চম্বতেং মচ্ছা গেছে নন্দলাল ॥
চেতন কারণঃ কৈল কত জনঃ যে যে মনক্রম জানে। আর
কত জনঃ বৈদ্য বিচক্ষণঃ বিবিধ ঔষধ আনে করিবহুশ্রমঃ
না ধরিলক্রম ঔষধি বিফল হৈল ॥ শেষে একজন বৈদ্য
রুনন্দনঃ বজ্র মাঝে উত্তরিল। পথে দেখা পেয়ে তাহারে
ডাকিয়েঃ আনিলেন বৃহস্পতি। সে জন আনিয়া গোপালে
দেখিয়াঃ কহিলা অদ্ভুত অতি ॥ কহিলেক এইঃ সতীন রী
যেইঃ যমুনার জল আনি ॥ ঔষধি শুনিয়ে দিলথাওয়াই
য়েঃ তবে বঁাচে নীলমণি সতী যেঃ ইবেঃ পরীক্ষা করিবেঃ য
মুনার তীরে গিয়ে। যমুনায় পার হবে তিনবারঃ এককেশ
েতু দিয়ে ॥ তবে জান সতী সাক্ষা শুদ্ধমতিঃ কায হবে
জলে তার। একথা শ্রবণঃ যতনারীগণেঃ কেহ না করে স্বী
কার ॥ আমি জানি ধনঃ পতি পরায়ণীঃ তব সমা কেহ
নাই। তুমি দয়া করিঃ অনর্য দিবারিঃ তবে তো গোপালে পাই

ই ॥ শুনিয়া যটিলা কহিছে দয়া নয়া বলে এইকোনভার। ষমনায় গিয়ে কেশে সত্ত্ব দিয়ে পার হওয়া তিনবার ॥ শতবার হতেপারি পার; কিন্তু আছে কিছু কথা। আমার যে কন্যা সতীম ধন্য অন্য কন্যা মান্যা যথাতথা ॥ তাহারে জিজ্ঞাসি কহ বপো আসিবে বাহয় সুবিধান। এতেক বলিয়া যটিলা উঠিয়া জটিলা নিকটে যান ॥ গোপনেতে থাকি জটিলাকে তাকি কহিলেক বিবরণ জটিলা শুনিয়া কোপেতে কুষিয়া মায়েকে করে নিবারণ ॥

অথ যটিলা জটিলার কথোপকথন।

পয়ার ॥ শুনিয়া মায়ের কথা যটিল জপিলা। কর্কশ বচনে কোপে কহিতে লাগিলা ॥ ভাল হইল মরিল সে নন্দের কুমার। যুচিল পরম সত্রু য়ায়ান দাদার। যার জন্যে ঘরে পরে লজ্জা নদা পাই। সে জন মরিলে ভাল আর কিবা চাই ॥ যার মৃত্যু হেতু পুজা মানি দেব স্থানে। তাহারে বাঁচাতে যত্ন পাব কি কারণে ॥ তোমার কুলের খোঁটা দিল যেইজন। তুমি তা রক্ষীত হেতু করিছ যতন ॥ যেবল সেবল মাগো তাহা না হইবে। বাঁচাইতে নন্দ সুতে যাইতে নারিবে ॥ আরকে এমন সতী আছে বৃন্দাবনে। জল আনি বাঁচাইবে নন্দের নন্দনে ॥ অতএব তুমি আমি ন গেলে তথায়। অবশ্য মরিবে শত্রু এক থা নিশ্চয় ॥ শুনি জটিলার বাণী এপ্রবীন যটিলা ॥ প্রবোধ বচনে তারে বুঝাতে লাগিলা ॥ যে কহিল সত্য

বটে সকলি প্রমাণ। কিন্তু আপনার সদা চাহি যশমান॥ নন্দসুতে বাঁচাইতে নাহি মোর মন। তবে যে যাইতে চাহি যশের কারণ॥ যে কর্ম্ম করিতে না পারিল নারীগণে। সে কর্ম্ম করিলে কীর্ত্তি রবে ত্রিভুবনে॥ দিবানিশি যশকীর্ত্তি ঘুষিবে সবাই। যটিলা জটিলা সমা সতী কেহ নাই॥ বিশেষত সতীরূপে জানে সর্ব্বজন। না গেলে বলিবে তবে থাকিবে কারণ॥ অসতি বলিয়া পুন ঘষিবে সবাই। এইহেতু এই কর্ম্ম করিবারে চাই॥ এত যদি যটিলা বলিলা বুঝাইয়া॥ জটিলা উঠিল তবে হরষিত হইয়া॥ আস্তেব্যস্তে উঠি তবে আনন্দিত মনে। আইল যটিলা সহ যশোদা সদনে॥ জটিলা যশোদা পদে করে প্রণিপাত। আশীর্ব্বাদ করে রাণী শিরে দিয়া হাত॥ তবে ত যটিলা বলে শুন যশমতি। জল আনি বাঁচাইব তোমার সন্ততি॥ এতেক শুনিয়া বাণী রাণী হরষিত। যটিলা জটিলা লয়ে চলিলা ত্বরিত॥ আপন আলয়ে গিয়া উপনীত হয়ে। কহিলেন নন্দরাণী বৈদ্যেরে চাহিয়ে॥ এই আমি আনিয়াছি সতী দুইজন। যে হয় করিবে কর্ম্ম বলহ এখন॥ দ্বিজ বলে বৈদ্যরূপদেব ভগবান। চলিলেন কেশ সেত্ত করিতে নির্ম্মাণ॥

অথ বৈদ্যের কেশ সেত্ত নির্ম্মাণ॥

ত্রিপদী। সতী দেখি বৈদ্যবর; হয়ে অতি হৃষ্টতর সত্বরেতে যমুনায় যান। মাথা হৈতে তুলি কেশ; লইলেন

অবশেষঃ কেস সেত্ত করিতে নির্ম্মান ॥ যমুনার তীরে গি
য়া; কে শকেশে গুঞ্জি দিয়া; শত্তধন দীঘে বাড়াইয়া।
যমুনা উভয়ঙ্কলে; দইনাল বৃক্ষ মূলেঃ টানা দিয়া রাখি
ল বান্ধিয়া ॥ পার্শ্ব ভাগে যোগতার না থাকিলে কিছু
আর; নিম্নভাগে রহে শুন্যময় ॥ তার নিচে সুগভীর
অতল স্পর্শ নীরঃ দেখিয়া মনেতে লাগে ভয় ॥ এইরূ
পে সেইকরি; নন্দের মন্দিরে ফিরি; বৈদ্যরাজ আইল
ত্বরাকরি। কহিলেন যাওতবে; সচাকুম্ভে লয়ে সবেঃ পা
র হয়ে আনে দেহ বারি ॥ তবেত যটিলা ধন্যঃ নারী
মধ্যে অগ্রগন্য নিজ কন্য অগেতে করিয়া। সভামধ্যে
দর্পকরি কক্ষেলয়ে হেমঝারি; উঠিলেন অগ্রসারি হয়ে
তবে ব্রজবাসিগণ; সঙ্গেচলে অগণন যটিলার সতিত্ব
দেখিতে ॥ বালবৃদ্ধ যুবা জরা কি পুরুষ কিবা দারা ক্রমে
সবে চলে হরষিতে। রাধিকার সহচরী বৃন্দা চিত্রা আ
দি করি শেড়ষ সহস্র অষ্টজন। অধিকন্তু নারী যত এক
মুখে কবকত; সকলেতে করিছে গমন। হেন মতে ব্রজ
নারী; চলিলেন সারি২ নাহি হয় তাহার গণন। সবে
মাত্র বৃন্দাবনে; রহিলেন পঞ্চজনে শুন তার কহি বিবর
ণ ॥ অচৈতন্য কৃষ্ণ আর; চিকিৎসক বৈদ্যবর কৃষ্ণমাতা
যশোদা রোহিণী। কৃষ্ণ অগুলিয়া রণঃ এইহেত্ত নাহি
যান; অধিকন্তু রাধা সুবদনী ॥ কৃষ্ণকলঙ্কের ভয়ে; নাহে

নত মুখী হয়ে; নাহি যান অতি দুঃখমন ॥ এইহেতু পঞ্চ জনেঃ রহিলেন বৃন্দাবনে আরসবে করিলা গমন ॥ ইহা ভিন্ন অন্যগ্রামঃ কতেক কহিব নাম যতদূর শুনে সমাচার। তথাকার লোক যত; ধায়সবে অবিরত; দেখিতে আশ্চর্য্য ব্যবহার ॥ এইরূপে স্তত্তহলেঃ যমুনার জলে স্থলে রহে লোক অসঙ্খগণন। কেহ নৌকা করিভর কেহ উঠে বৃক্ষোপরঃ অশ্বেগজে রথেকোনজন। যমুনা উভয় কূলে পদবৃক্ষে ভূমিতলে রহেকত নাহয় বর্ণ্ণন। স্বর্গে থাকি দেবগণ করিবারে দরশন আকাশেতে কেলা আগমন ॥ আপন আপন জনে রহিয়া আকাশ মানে কৌতুক দেখেন সর্ব্বজন ॥ এইমত সেইস্থলে রহে সবেস্তত্ত হলে; পরে শুন কহি বিবরণ ॥

অথ যটিলার কেশ সেত্ত পার হওন ॥

পয়ার ॥ এইরূপে সর্ব্বজন যমুনার জলে। কৌত্তক দেখিতে সবে রহে স্তত্তহলে ॥ হেনকালে যটিলা আইলা সেইস্থান। দপকরি কহে ধনী সভা বিদ্যমান ॥ সতীত্বের বলে ত্রিভুবন তুচ্ছকরি। কেশসেত্ত দেখিয়া কি আমি কভুডরি। এইকেশ সেত্তপার কোন বডভার। তিনবার পার কেন হবশতবার ॥ এইদেখ অনায়াসে পার হয়ে যাই। অসতী জটালার মুখেতে দির ছাই ॥ হেন মতে বহু দর্প করিয়া যটিলা। হেমঝারি কক্ষে করি সত্বরে উঠিলা ॥ অহঙ্কারে মত্তহয়ে বেগেতে চলিল।

কেশসেতু উপরেতে পদগুলি দিল ॥ সেই মাত্র পদাপণ করে সেইস্থলে। কেশ সেতু ছিড়িয়া যটিলা পড়েজলে জলেতে পড়িয়া ধনী ভাসিয়া চলিল। তাহা দেখি সর্ব্ব জন হাসিতে লাগিল ॥ বিপক্ষ গণেতে বলে ভালবটে সতী ॥ সেতুপার হয়ে জল আনিছে সংপ্রতি ॥ এইরূপে বিপক্ষেতে টিটি টকারি দেয়। যটিলা পড়িয়া জলে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ নৌকারোহি গণ যত দেখিতে আইল। দেখিয়া দুৃদ্দশা তার নৌকাতে তুলিল ॥ নৌকায় আসিয়া তখন স্থলেতে উঠায়। যটিলা না তোলে মুখ মলিন লজ্জায় ॥ বারম্বার উপহাস করে সর্ব্বজন। তাহা দেখি জটিলার অরুণ নয়ন ॥ মায়েরে নিন্দিয়া কহে সুগভীর বাণী। থাকিবে কিঞ্চিৎ পাপ মনে অনুমান ॥ দোষ আছে জানযদি আপনার মনে। তবে লোক হাসা ইতে গিয়াছিলে কেনে ॥ বিদ্যমানে আছি তোর আমি ত নন্দিনী। তবে কেন একমেতে যাইলে আপনি ॥ এই দেখ তোর বিদ্যমানে আমি যাব। সেতুপার হয়ে বারি এখনি আনিব ॥ কোথা গেল বৈদ্যবর ডাকহ তাহারে পুনর্নিম্মাইয়া সেতু দেয়সে আমারে ॥ এতযদি দর্পকরি জটিলাবলয়। দূরে থাকি চন্দ্রাবলি কৌশলেতেকয়। ম হইতে কন্যার সতীত্ব বটেবড। চিরকাল বিধিসে আমরাজানি দড ॥ শুনিয়া চন্দ্রার কথা জটিলা জ্বলিল্লা জ্বলিল। তথাপি তাহার কিছু উত্তর নাদিল ॥ বৈদ্যরে

বলি ধনী ঘ ২ ক। বৈদ্যেরে সংবাদ আসি কহে সব লোকে ॥ তবে বৈদ্য রাজ শীঘ্র গিয়া সেই স্থান। পুনর্ব্বার কেশসেতু করেন নির্ম্মাণ ॥ সেতু নির্ম্মাইয়া বৈদ্য গেলা নন্দালয়। এথানে জটিলা তবে পারহতে যায় ॥ দ্বিজকহে কোথায় ও কইয়া সত্বরা। সেতুনহে এ কেবল কলঙ্কের ভরা ॥

অথ জটিলার সেতুপার ॥

লঘুত্রিপদী ॥ জটিলা সুন্দরী উর্দ্ধ ঠত্বরাকরিঃ হেম ঝারি কক্ষেলয়। স্বহাস্যবদনে, বঙ্কিম নয়নেঃ ইতস্তত নিরীক্ষয় ॥ দেখ সে চাহনিঃ পুরুষ অমনি পড়য়ে মোহন ফাঁদে ॥ কিজানি কি ঘটে কলঙ্ক বা রটেঃ কলঙ্ক বিহীন চাঁদে ॥ মনে এইঘোর মুখে মহা যোর চলে কতমত ভাবে ॥ সখিগণে চায়ে নয়ন ফিরায়ে সতীত্ব জানায় ভাবে ॥ এরূপ ভঙ্গিতে হেলিতে দুলিতে সেতু কাছে উত্তরিলে। সেতু লক্ষকরি কহিছে সুন্দরী নারীগণেরে নিন্দিয়ে ॥ কেশসেতু শুনঃ কইয়া নিপুনঃ বজ্রসম হও তুমি। ভবপারে গিয়া পরিক্ষা করিয়া জল লয়ে আসি আমি ॥ শুন তোরেবলি নহিদেববলি নহি রাধা কলঙ্কিনী। নহি বৃন্দাদূতী নহি চম্পবতী নহি চিত্রাবিনোদিনী ॥ আর বৃন্দাবনে আছে সখীগণেযোল হাজারষ্টজন ॥ কলঙ্কিণী কন্যাঃ তাহে নাহি গণ্যা তোরে বলি বিবরণ। আমি হই ধন্যাঃ সতী অগ্রগণ্যা জটিলা সুন্দ

নাম ॥ মোর পুন্যবলেঃ হও জত্তহলেঃ বজ্রসমঅবিরাম
এতেক বলিয়ঃ চলেতে নিন্দিয়ঃ যতেক রমণীগণে।
সেত্তর উপরেঃ পদার্পণ করে অত্যন্ত গর্ব্বিত মনে ॥ যেম
ন চরণ করিল অর্পণকেশ সেত্ত উপরেতে। অমনি ছিড়ী
লঃ জটিলা পড়িলঃ দেখি হাসে সকলেতে ॥ চিরকাল
ধরিঃ জটিলা সুন্দরীঃ যারে মতবলে ছিল। সে য়েতারা
বাদঃ সবে তোলে দাদ যার যেমনে আছিল ॥ রাধার
সঙ্গিনীঃ কতেক রঙ্গিনীঃ রঙ্গে দেয় করতালি। বলেসতী
ভালঃ ভালভাল ভালঃ সতীত্ব ভাল জানালি ॥ কেহ হুলু
দেয় কেহবা হাসায়ঃ খলং রব করি। কেহ শঙ্খ পুরে
কেহ উচৈস্বরে ঘন দেয় টিটিকারি ॥ এরূপে সকলেঃ
মহাকোলাহলে জটিলারেনিন্দাকরে। জটিলাকেথায়
ভাসিয়া বেড়ায় যমুনা গভীর নীরে ॥ পড়িয়া তরঙ্গে
মনের আতঙ্কে অস্থির হইল অতি ॥ ভাসিলবসনহৈল
বিবসন নাহিক অঙ্গের ধৃতি। জল খেয়ে তার পেটহৈল
ভার নাপারে দিতে সাতার ॥ মরে প্রাণবায় কিকরে
লজ্জায় করে ধ্বনি হাহাকার ॥ ত্রাহি ত্রাহি করে ডাকে
উচৈস্বরে দুবাহু তুলিয়াতবে ॥ বলেমরি মরি নয়ে অ
শিতরি উদ্ধার করহ সবে ॥ যেই পুণ্যবান হওম,ওয়ান
প্রাণ দেহ মোরে। সে কথ শুনিয়ঃ সখীরা হাসিয়াবলে
নাহি তোলে। ওরে ॥ ওপাপ কারিণী মন কলঙ্কিণীএখ
ন বাঁচিতে সাদ। ঢাকি নিজবাদ করিয়া বিবাদ লোকে

দেও অপবাদ ॥ বিধি অনুকূল আজিসে আমল প্রকাশ করিয়া দিল। কোন মুখে আর ওমুখ তোমার লোকেরে দেখাবে বল ॥ ধিক ধিক২ কি কব অধিক ছেনালী পাপিনী আলো। ছিছি লাজনাই পোড়ামুখে ছাই তোমার মরণ ভাল ॥ এরূপে তাহারে ভৎসে বারে২ সারে মিলে যত সখীগণে। সেকথা কে শুনে ডাকে প্রাণপণে রাখিতে আপন প্রাণে ॥ দেখি তার দশা অনেক সহসা তরি লয়ে ত্বরা গেল। ধরি তার কর তুলি নৌকাপর বসন পরিতে দিল ॥ তবেত জটিলা প্রাণেতে বাঁচিলা আইলা যটিলা পাসে। তাহা দেখি পুন হাসে সর্ব্বজন কহে কত কটুভাষে ॥ জটিলা তখন নাতোলে বদন রহে হেট মাথা করি। এখানেতে নন্দ অতি নিরানন্দ না যটিল সতী নারী ॥ কি হবে উপায় ভাবিয়া না পায় প্রমাদ গণিয়া মনে। আপন ভবনে বৈদ্যের সদনে উত্তরিল সর্ব্বজনে ॥ যতেক ভারতী বৈদ্যো অবগতি করাইয়া বৃত্তরায়। শোকেতে মোহিয়া কৃষ্ণ বলিয়া ভুমেতে লোটায় কায়। কহে দ্বিজবর ওহে বৈদ্যবর তবপদে পরিহার। যে হয় উপায় করহ ত্বরায় কৃষ্ণ শোকে বাঁচাভার ॥

পয়ার ॥ সত্য যদি না মিলিল সবে নিরানন্দ। কৃষ্ণশোকে মুগ্ধহয়ে কান্দিছেন নন্দ ॥ তবেত যশোদা রাণী আপনি উঠিয়া। কহিতেলাগিলা কিছু বৈদ্যেরে চাহিয়া ॥ শুন শুন বৈদ্যবর করি নিবেদন। জল আনিবারে আমি করি